শ্রীশ্রী ঈশ্বরো

জয়তি।

হিন্দু ধর্ম্ম মর্ম্ম,

অর্থাৎ

নানা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দৃষ্টে হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম গৃহীত হইয়া
সর্ব্ব জনের বোধ গম্য জন্য অতি সামান্য

সাধু ভাষায়

শহর কলিকাতান্তঃপাতী বাগবাজার নিবাসী

শ্রীযুত লোকনাথ বসু

কর্ত্তৃক

প্রণীত হইল।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে,
মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ শাল।

অথ গুরু বন্দনা।

নমো গুরু জগন্নাথ প্রণত বৎসল। কর পুটে বন্দি তব চরণ যুগল॥
তুমি হর তুমি হরি ব্রহ্মা গণপতি। করাল বদনী কালী লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য আদি গ্রহগণ। ত্রিভুবনে কিছুমাত্র তোমা ভিন্ন নন্॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর তির্য্যগাদি জীব। সকলের আত্মা হয়ে করহ সজীব॥
বুদ্ধির নিয়ন্তা তুমি প্রাণাদির প্রাণ। তব সত্তা হেতুক ইন্দ্রিয় চেষ্টাবান্॥
জন্ম দিয়া পিতা নাম করহ গ্রহণ। মাতৃরূপে কর জীব গর্ভেতে ধারণ॥
স্বামী হয়ে পাল তারে করি অন্ন দান। গুরু বেশে পুনঃ তার কর পরিত্রাণ॥
স্বপ্রকাশ নিজে কিন্তু কর অন্ধকার। নানা কার্য্য সাধ হয়ে নানা অবতার॥
সর্প মুখে বিষ অন্য দ্রব্যেতে ঔষধি। মঙ্গল পদার্থ তবু দেহ জরা ব্যাধি॥
ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত অথচ সমবায়। উভয় কারণ তুমি বুঝা নাহি যায়॥
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা। ক্রিয়াহীন হয়ে কর অঘট ঘটনা॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি মূঢ় মতি। তোমার বিভূতি লিখি হেন কি প্রশক্তি॥
বেদেতে শুনেছি তুমি করুণা সাগর। নিবেদন করি তাই হইয়া কাতর॥
মনেতে হয়েছে মম বড় অভিলাষ। হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম কথা করিব প্রকাশ॥
অতি সুকঠিন সেই কর্ম্ম সবে বলে। জানে না তাহারা তুমি প্রসন্ন হইলে॥
হেন কোন কার্য্য নাই অসাধ্য যে হয়। নতুবা কি সিন্ধু জলে সেতু ভেসে রয়॥
অতএব এই ভিক্ষা তব সন্নিধানে। মনো বাঞ্ছা কর পূর্ণ গ্রন্থ সমাপনে॥

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকায় ইহাতে কেবল এক হিন্দু ধর্ম্ম মাত্র প্রচলিত ছিল, এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকেরই ধর্ম্ম পরায়ণতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ ছিল না, কিন্তু কাল ক্রমে ইহা বিজাতীয় রাজ বর্গের অধিকার ভুক্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মহম্মদীয় ও খ্রিষ্টীয় প্রভৃতি বিজাতীয় ধর্ম্মের আস্পদ হওয়াতে কিয়ৎ কালাবধি তদ্বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজ দিগের অধিকার অবধি মিশনরি সাহেবেরা হিন্দুদিগকে খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে পৌরাণিক ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপ করতঃ আমাদিগের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি ঘোষণা করাতে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য যুবক গণের মধ্যে কেহ২ শাস্ত্র তাৎপর্য্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ অমূলক মিথ্যা গ্লানিকে যথার্থ এবং তান্ত্রিক উপাসনাকে ভ্রান্তি মূলক বোধে পবিত্র হিন্দু ধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিতেছেন, এবং কেহ বা যুক্তি বিরুদ্ধ বিবেচনায় শাস্ত্রীয় উপাসনা ও কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন।

আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় এক খানি পুস্তক মাত্র নহে, যে তন্মাত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ উত্তম, মধ্যম অধম, ত্রিবিধ অধিকারি ভেদে বিশেষ২ নিয়ম সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে কতক বিষয় পরোক্ষ রূপে লিখিত হইয়াছে, ও অনেক অর্থবাদও বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ প্রকৃত তাৎপর্য্য রূপ রত্ন সকল

শাস্ত্রাম্বুধির গর্ব্ভে নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং বহু পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক শাস্ত্র সাগর মন্থন ব্যতীত তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে সাধারণের বোধ সুলভার্থ হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও অশ্রদ্ধাবান্ এবং কুতার্কিক ব্যক্তি দিগের কিছু-তেই শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহাদিগের নিকটে শাস্ত্র তাৎপর্য্য প্রকাশের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ আছে, তথাপি যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর নিষ্ঠ, অথচ কেবল শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারাতেই শ্রদ্ধা বিহীন হইয়াছেন[১] তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিষয় অকথ্য নহে, যেহেতু তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলেই তদনুগামী হইয়া দুস্তর ভবসাগর পার[২] হইবার নিমিত্তে যত্ন করিতে পারিবেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব উক্ত প্র-কার ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ প্রস্তাবিত বিষয় সঙ্কলন করিতে

---

(১) কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য না জানিলে তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এ নিমিত্তে কোন্ ধর্ম্মের কি ফল এবং ঐ ফল উৎপ-ত্তির হেতু কি, ইহা না জানিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ লোকেরও তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই। মূঢ় ব্যক্তি দিগের ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ করা বিধেয় নহে।

(২) যে কোন ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা থাকে তাহাতে তাহার শ্রেয়ঃ সাধন হয়, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিকর উপদেশ ও নীতি বিষয়ে শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ নাই। সকল প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য, যে বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, ও সংহর্ত্তা যে পুরুষ তিনিই আমাদিগের উপাস্য। কীট পতঙ্গাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রেরই পীড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জীবকে আত্ম তুল্য জ্ঞান করিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগের যথাসাধ্য

প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও এতদ্বিষয় সম্পাদনার্থ সাধারণ বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, এবং বঙ্গ ভাষায় রচনা শক্তি ইত্যাদি যে সকল গুণ অপেক্ষা করে, আমাতে তাহার কিছুই নাই, তথাপি আমি এই সাহসে এই গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, যে এ গ্রন্থের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের নাম স্মরণ ও গুণ কীর্ত্তন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইবে, সুতরাং সেই গুণে অস্মদ্গুণাভাবের অভাব হইয়া প্রকৃত ভাবোদয় হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। সাধুলোকেরা অন্যের গুণ ব্যতীত দোষ গ্রহণ করেন না, অতএব ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গের প্রতি নিবেদন, যে তাঁহারা ছলগ্রাহী না হইয়া এই পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করত আমার পরিশ্রম সফল করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি একটী মনুষ্যেরও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগতি পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি।

শ্রীলোকনাথ বসু।

সন ১২৬৩ শাল, ২ বৈশাখ।

উপকার করা কর্ত্তব্য। অনিষ্ট জনক কর্ম্মই পাপ ও হিতকর কর্ম্মই পুণ্য। পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন। সত্যই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতএব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হওয়াই দূষ্য; কোন এক ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধার্ম্মিক হইলেই জীবের সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরম পদ যে মুক্তি তাহা হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত লভ্য হইবার আর উপায়ান্তর নাই, যেহেতু অবিদ্যা জনিত দেহাত্ম বোধই দেহের কারণ, অতএব দেহোৎপত্তি নিবারণার্থ সেই মিথ্যা জ্ঞানের নিরাশ অপেক্ষা করে। কিন্তু তন্নিবারণের উপদেশ হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন অন্যত্র নাই। যদিও মুসলমান দিগের মধ্যে বৈদান্তিক মতানুযায়ী "আয়নল্হক্" নামে এক ধর্ম্ম শাস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে কোরাণের প্রাদুর্ভাবে ও তন্মতাবলম্বীদিগের দৌরাত্ম্যে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

নির্ঘণ্ট।

যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণে এতৎ পুস্তক রচিত হইল তাহার নাম।

১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সংগ্রহীত স্মৃতি।—২। মনু সংহিতা।—৩। মহাবাক্য রত্নাবলী।—৪। অজ্ঞান বোধনী।—৫। বেদান্ত সার।—৬। পঞ্চদশী—৭। ভগবদ্গীতা।—৮। বৈরাগ্য শতক।—৯। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।—১০। প্রস্থান ভেদ।—১১। শ্রীমদ্ভাগবত।—১২। রাম গীতা।—১৩। ভগবতী গীতা।—১৪। যোগ বাশিষ্ঠ।—১৫। প্রাণ তোষিণী।—১৬। রুদ্র জামল।—১৭। সূর্য্য রহস্য।—১৮। মন্ত্র প্রদীপ।—১৯। মহিম্ন স্তব।—২০।—ভক্তি রসামৃত।—২১। শৃগাল পঞ্চক।—২২। কুমার সম্ভব।—২৩। ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।—২৪। মৎস্য ঐ।—২৫। ব্রহ্ম ঐ।—২৬। পদ্ম ঐ।—২৭। বিষ্ণু ঐ।—২৮। বায়ু ঐ।—২৯। নারদ ঐ।—৩০। মার্কণ্ডেয় ঐ।—৩১। অগ্নি ঐ।—৩২। বরাহ ঐ।—৩৩। স্কন্দ ঐ।—৩৪। বামন ঐ।—৩৫। কূর্ম্ম ঐ।—৩৬। গরুড় ঐ।—৩৭। ব্রহ্মাণ্ড ঐ।—৩৮। কল্কি ঐ।—৩৯। মহাভারত।—৪০। কর্ম্ম-লোচন।—৪১। শব্দ কল্পদ্রুম।—৪২। আয়ুর্ব্বেদ।—৪৩। রাজবল্লভ।—৪৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—৪৫। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।—৪৬। সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।—৪৭। বাইবেল্।—৪৮। কোরাণ্।—৪৯। খোলাসতল্আম্বীয়া।

সঙ্কেত বাক্য বোধক উপদেশ।

অঃ	...	...	অধ্যায়।
কাঃ	...	..	কাণ্ড।
পঃ	...	...	পদ্ম পুরাণ।
প্রাণঃ	...	...	প্রাণ তোষিণী।
বিঃ	...	...	বিষ্ণু পুরাণ।
ভগঃ গীঃ	...	...	ভগবদ্গীতা।
ভাঃ	...	..	ভাগবত।
শব্দঃ কঃ	...	..	শব্দ কল্পদ্রুম।
সঃ পুঃ	...	...	সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।
স্কঃ	...	...	স্কন্ধ।

হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি সংসার দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গমন করত প্রান্তর মধ্যে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক মনে২ ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করত খ্রিষ্টীয়, মহম্মদীয়, ও হিন্দু-শাস্ত্রীয় কোন ধর্ম্মে কিছু মাত্র সার পদার্থ দেখিতে না পাইয়া পরে অত্যন্ত খিন্ন মনে জ্ঞান-ভূমি বারাণসী ধামে গমন পুরঃসর ইতস্তত ভ্রমণানন্তর এক পরমহংসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সমীপে গমন করত শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিল। মহাশয়, আমি হিন্দু-কুলোদ্ভব অতএব হিন্দু-ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়া আমার শ্রেয়ঃকল্প, কিন্তু তাহাতে বিস্তর গোলযোগ দেখিতেছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রের নানা মত, বেদে নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মের এবং তন্ত্রে ও পুরাণে বিবিধ দেব দেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর সেই উপাসনার প্রণালীও এক প্রকার নহে। অতএব এ অবস্থায় ঐধর্ম্মের অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য কি ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করা বিহিত হয়, আমি এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশয় ছেদক উপ-দেশামৃত বর্ষণ করেন, তাহা হইলেই সুস্থ হইতে পারি, নতুবা আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

গুরু।—আমি তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এবং তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। দেখ বাপু, এক্ষণে অনেকেই হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণ মাত্র তাহাকে দোষী বলার ন্যায়, অতি অনুচিত ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি যে তাহা না করিয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষগুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? তদর্থ তোমাকে সাধুবাদ দিলাম। এক্ষণে আমি তোমার সংশয় ছেদনার্থ সাতিশয় যত্ন করিতেছি। তুমি ভক্তি ও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সংশয় দূরীকরণ কর। শাস্ত্র সকলে পরস্পর কোন বিরোধ নাই(১)। এতদ্দেশে বেদের একাংশ অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ড ব্যতীত অপর দুই কাণ্ডের বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ না থাকায় তোমরা

(১) পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র মহাশয়ও এই রূপ বিবেচনা করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে লিখিয়াছেন যে “তত্ত্ববিচারক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্র সকলে পরস্পর বিরোধ হয় না”। এবং শ্রীযুত মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত প্রস্থানভেদেও তাবৎ শাস্ত্রের ঐক্যতা কথিত হইয়াছে। ফলত মূল শাস্ত্র যে শ্রুতি তাহার নানার্থ বোধকতা প্রযুক্ত ভিন্ন২ ঋষি তাহার ভিন্ন২ ভাব গ্রহণ করত স্ব২ অভিপ্রায়ানুযায়ি শাস্ত্র করিয়াছেন, ইহাতে এক২ প্রধান শাস্ত্রে সামান্য২ বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশ সাধু লোক যে মতের অনুগামী হইয়াছেন তাহাই অস্মদাদির গ্রহণযোগ্য, যেহেতু শাস্ত্রেই কথিত আছে যে “কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে”। ইতি (ব্যবহারতত্ত্বে) বৃহস্পতিবচনং। অস্যার্থঃ। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের

বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা অনুমান কর। বাস্তবিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহারও হেতু বেদ ব্যতীত অন্য নহে। মনের গুণ ভেদে লোকের অধিকার ভেদ হয়, এজন্য অধিকারিভেদে বেদে পরস্পর বিপর্য্যয় নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড, এবং জ্ঞান কাণ্ড আছে পুরাণে এবং তন্ত্রেও সেই প্রকার কর্ম্ম, উপাসনা, এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা(২) করিবার উপদেশ মুমুক্ষু জনগণের

নির্ণয় করিতে হইলে কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত নহে, যেহেতু যুক্তি হীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়।

পুনশ্চ।—“বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ”।

অস্যার্থঃ।—“বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানামত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন”॥

ইতি মহাভারত বনপর্ব্ব। শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত ভারতের প্রথম বালমের ৪২১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(২) ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের উপাসনার বিধি শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু তাহা বিষয় ভোগার্থি লোকের প্রতি কথিত হইয়াছে, দেবতারা অস্মদাদির ন্যায় জন্য-জীব ইহা বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, সুতরাং তাঁহারাও নশ্বর, যেহেতু জন্য পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেও আছে যথা “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং

প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কায় মনো বাক্যে ভক্তি পূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তি লাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এই মাত্র প্র-ভেদ, যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায়

বিশন্তি"। ইহার ভাবার্থ এই যে মনুষ্য সকল পুণ্য দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পুণ্যক্ষয় হইলেই তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ঊনবিংশতি অধ্যায়ে কথিত আছে যে স্বর্গের এবং পৃথিবীর অপরাপর খণ্ডের জীবেরা ভারতবর্ষে এবং ভারত-বর্ষের লোকেরা স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ জীব সকল স্ব২ কর্ম্ম বশতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করে, এবং ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে শুভ কর্ম্মে দেবত্ব, শুভাশুভ মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব, এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারা তির্য্যক্-যোনিত্ব লাভ হয়।

'স্বর্গ' শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল সকল উপলব্ধি করিতে হইবেক, কারণ মৎস্য পুরাণে দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে এই বিশ্ব অণ্ডস্থ প্রযুক্ত ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড কহে, ঐ ব্রহ্মাণ্ড দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশ পৃথিবী অপর অংশ স্বর্গ। এক্ষণে বিবেচনা কর যখন আকাশস্থ সূর্য্য-মণ্ডলাদি পৃথিবীর অন্তর্গত নহে, এবং উহা ব্যতিরিক্ত শূন্যস্থ আর অন্য স্বর্গ আছে এমত উপলব্ধি হইতেছে না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করি-তে হইবেক, যে আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদিই স্বর্গ, এবং ঐ মণ্ডলস্থ প্রাণিবর্গই দেবতা, তাহার সন্দেহ নাই। অপর যখন পৃথিবীর কোন স্থল প্রাণিহীন দৃষ্ট হয় না, বরং মাইক্রস্ কোপ নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা দর্শন করিলে জলে, বায়ুতে, প্রস্তরাদিতে, এবং অগ্নি মধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম দেহী প্রত্যক্ষ হয়, তখন গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল মণ্ডল আকাশে আছে, তাহাতে কোন প্রাণির বাস নাই ইহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, এবং যে মণ্ডল যে পদার্থে নির্ম্মিত, তত্রস্থ জীবের শরীর অধিকাংশই সেই পদার্থ ঘটিত হওয়ার প্রতিও কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত মুক্তাবলির তেজো নিরূপণ প্রকরণেও সূর্য্যাদি লোকে তৈজস দেহিদিগের বসতির প্রসঙ্গ আছে, এতাবতা যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা তৈজস মণ্ডল বাসিদিগের দেহ তেজঃ

কহিয়াছেন, যথা বেদ এই আদেশ করেন যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। অস্যার্থঃ। অরে আত্মা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রে উপাসনাকাণ্ডে অর্থাৎ ভক্তিপ্রকরণে বিবিধ দেব দেবীর প্রসঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগের বাসস্থান, ও পরিবার এবং বাহনাদি থাকার বিবরণ ও সেই২ দেব দেবীর উপাসনা করিবার উপদেশ অথবা উপাস্য দেবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা বেদের আশ্চর্য্য কৌশল জানিবে, ইহার কারণ ও প্রমাণ পশ্চাৎ দর্শাইব। এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে ঐ সকল স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম রূপ এক পরব্রহ্মেরই হয়, তাহা ভিন্ন২ দেব দেবীর নহে। এবং বিবিধ প্রকারে যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনা ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য হয় না, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইব।

তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, যে শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে, এবং ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু "দ্বৈতাদ্বৈত মত" পদে এমত বিবেচনা করিও না,

প্রধান ইহা প্রতিপন্ন হয়, এবং 'দেবতা' শব্দেও দীপ্তি বিশিষ্ট বুঝায়। অতএব শাস্ত্রে 'স্বর্গ' শব্দে সূর্য্যাদি তৈজস মণ্ডল এবং 'দেবতা' শব্দে তত্তন্নিবাসী উৎকৃষ্ট দেহী অভিপ্রেত হওয়া ব্যতিরিক্ত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা, সুতরাং তাঁহারা অস্মদাদি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্ বিবেচনা করিতে হইবেক। এ স্থলে তাঁহাদিগের মানব উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া কামনা পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অসম্ভব নহে।

যে কেহ পরমেশ্বরের তুল্য 'অন্য' পুরুষের সত্তা অস্বীকার করেন, এবং কেহ তাঁহার সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন।

উক্ত বিবাদের মূল এই যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ এবং তত্রস্থ ইন্দ্রিয়াদি কাহারও চৈতন্য নাই, কেবল আত্মার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে তত্তাবতের চেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। যেমন ধাতুময় বাষ্পযন্ত্র স্বভাবত জড় হইয়াও বাষ্প পূর্ণ হইলে গত্যাদি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া নানা কার্য্য করে, বাষ্পাভাব হইবামাত্রই অচল হয়, তদ্রূপ আত্মার সত্ত্বা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা জন্মিয়া নানা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলে কাহারও স্পন্দ থাকে না। অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ নহে তাহাতে আর প্রমাণাপেক্ষা করে না।

পরন্তু কোন২ ঋষি কারণের সহিত কার্য্যের অভিন্নতা জ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাস বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মই স্বীকার করিয়াছেন,(৩) পক্ষান্তরে কেহ২ কার্য্য কারণের পার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে

(৩) জীব যে চিদাভাস ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইতে পারে, অতএব তাহার সম্ভাবনা দর্শাইবার নিমিত্ত এক উদাহরণ দিতেছি।

কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবামাত্রই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয়, তাহার কারণ এই যে ঐ দীপ শিখার আভা অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র তেজোময় পরমাণু সমূহ উক্ত গৃহে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র সংলগ্ন হয়, এই হেতু তাবতের রূপ নয়ন গোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপ শিখার যে দাহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াস-দাহ্য বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না। তদ্রূপ জীব চিদাভাস হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।

জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন; ইহাতেই "দ্বৈতাদ্বৈত" মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়্‌দর্শনে(৪) তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং পুরাণ ও তন্ত্র আদি বহু শাস্ত্র তদনুগামি। ফলে দ্বৈতবাদিরাও উপাস্যের দ্বিত্ব স্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্য সকলের প্রমাণ ও কারণ বর্ণন করি, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১। পুরাণ শাস্ত্র যে বেদ মূলক তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে পুরাণ কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান যে বেদ-ব্যাস তিনি শ্রীমৎভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন, যে "এই ভাগবত শাস্ত্র বেদ রূপ কল্পবৃক্ষের ফল"। পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশৎ শ্লোকে লেখেন, যে "ইহা সর্ব্ব বেদের তুল্য"। পুনশ্চ তৎপর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে "মহর্ষি বেদ-ব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্ম সুত ধীর-শ্রেষ্ঠ শুক-দেবকে শিক্ষা দিয়া ছিলেন"। অনন্তর চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩। ২৪। ২৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে "ঐ সকল ঋষি আপন২ অধীত বেদ অনেক প্রকারে বিভক্ত করেন, অতএব তাঁহাদিগের এবং তত্তৎ শিষ্য প্রশিষ্যাদির দ্বারা বেদ সকল ক্রমে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে অতিশয় মেধাবী লোকেই বেদ সকল ধারণ করিতেন, কিন্তু অল্প বুদ্ধি লোকেও তাহা যে রূপে ধারণ করিতে পারে, দীন বৎসল ভগবান্ বেদ-ব্যাস

(৪) দর্শনকারদিগের মত অতি সংক্ষেপে প্রঃ নাঃ ৫ অঙ্কে লিখিত আছে।

তদ্রূপে সংগ্রহ করিলেন, পরে স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুর(৫) বেদে অধিকার নাই বলিয়া শ্রেয়ঃ সাধন কর্ম্ম মার্গে বিমূঢ় ঐ সকল লোকের কি রূপে নিস্তার হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি কৃপা পূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন"। অপরঞ্চ পাদ্মের প্রথমাধ্যায়ে বেদ-ব্যাসকে নমস্কার উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে "যিনি বুদ্ধি রূপ মন্থান দণ্ড মন্দর ধারণ পূর্ব্বক শ্রুতি সাগর হইতে মহাভারত রূপ চন্দ্র উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন"।

এ বিষয়ের প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায়। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো-মাময়ং প্রহরিষ্যতি"(৬)।

অস্যার্থঃ। ইতিহাস এবং পুরণাদি শাস্ত্র বেদার্থেরই স্তাবক মাত্র। বেদ অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হয়েন। অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার-মাত্র স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমানী হয়, তাহারা বেদাধ্যয়ন বা তদালোচনা করিলে তাহার প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণ করিতে অশক্ত হইয়া অর্থবাদ(৭) সকলকেই যথার্থ বাদ জ্ঞান করিয়া

(৫) স্বধর্ম্ম চ্যুত ত্রিবর্ণাধম, অর্থাৎ হীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

(৬) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব শ্রীরাম পুর মূদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের প্রথম-ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা।

(৭) বেদে যে অর্থবাদ আছে তাহা ভগবান্ বেদব্যাসও ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাচত্বারিংশৎ শ্লোকে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ সত্যোপলক্ষে প্রসংশা জনক আরোপিত বাক্যের নাম অর্থবাদ, যথা অমুক যজ্ঞ করিলে অক্ষয় স্বর্গ বাস হইবেক, এ স্থলে যজ্ঞের ফল যে স্বর্গভোগ তাহা স্বরূপ বটে, কিন্তু সেই ভোগের ক্ষয় না হইবার যে উক্তি তাহা প্রবৃত্তি জনক মাত্র।

অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে, এ নিমিত্ত বর্ণাশ্রম এবং অধিকারি ভেদে ও রাজ প্রজাদির যাহা কর্ত্তব্য, পরম দয়ালু ঋষিরা তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া উপন্যাস ছলে লিখিয়াছেন।

সর্ব্ব পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের স্থানে ২ ব্রহ্ম জ্ঞানোপদেশ আছে, তত্তাবতের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তথাপি কএক স্থানের প্রসঙ্গ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবে।

পুরাণের নাম।	তাহার যে অংশে ঐ উপদেশ আছে।
১ ব্রহ্ম - - -	উত্তর ভাগে, যোগ-সাঙ্খ্য-ব্রহ্মবাদ কথনে।
২ পদ্ম - - -	চতুর্থ পাতাল খণ্ডে, শিব গীতায়।
৩ বিষ্ণু - - -	প্রথম ভাগের ষষ্ঠাংশে, ব্রহ্ম জ্ঞান কথনে।
৪ বায়ু - - -	উত্তর ভাগে, শিব সংহিতায়।
৫ ভাগবত - -	দ্বাদশ স্কন্ধে, বেদশাখা কথনে।
৬ নারদ - - -	পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় পাদে, মোক্ষ ধর্ম্ম কথনে মোক্ষোপায় নিরূপণে।
৭ মার্কণ্ডেয় - -	সাংখ্যযোগোপদেশে।
৮ অগ্নি - - -	যোগশাস্ত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান কথনে।
৯ ভবিষ্য - - -	তৃতীয় পর্ব্বে, মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণু মাহাত্ম্য কথনে।
১০ বরাহ - -	পূর্ব্ব ভাগে, রুদ্র গীতায়।
১১ স্কন্দ - - -	দ্বিতীয়ে বৈষ্ণব খণ্ডে, মোক্ষ সাধন মন্ত্রোক্ত নানা যোগ নিরূপণে—তৃতীয়ে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে, এবং জ্ঞান যোগাখ্যানে।

১২ বামন - - দ্বিতীয় উত্তর ভাগে, মাহেশ্বরী সংহিতায়, ভগবতী সংহিতায়, সৌরী সংহিতায়, এবং গাণেশ্বরী সংহিতায়।

১৩ কূর্ম্ম- - - উত্তর ভাগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মাহাত্ম্য কথনে, পূর্ব্ব ভাগে বেদ শাখায়, দ্বিতীয় উত্তর ভাগে ঐশ্বরী গীতায়, ব্যাস গীতায়, ব্রাহ্মী সংহিতায়, ভগবতী সংহিতায়।

১৪ গরুড় - - প্রথম পূর্ব্ব খণ্ডে যোগ, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, সিদ্ধান্ত শাস্ত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, গীতাসার কথনে—দ্বিতীয় উত্তর খণ্ডে আত্যন্তিক লয় কথনে।

১৫ ব্রহ্মাণ্ড - - অন্ত্য ভাগে উপসংহার পাদে, মনোময় পুরুষাখ্যান হইতে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম বর্ণন পর্য্যন্ত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ- রাম গীতায়।

এতদ্ভিন্ন মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্গীতায়, মহাভাগবতের ভগবতী গীতায়, এবং বাল্মীকি মুনি কৃত যোগবাশিষ্ঠে, অপূর্ব্ব ব্রহ্ম জ্ঞানোপদেশ আছে।

২। স্মৃতি শাস্ত্র যে বেদ মূলক, তাহার ভূরি২ প্রমাণ তাহাতেই লিখিত আছে, যথা প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ প্রকরণে, এই মনু বাক্য ধৃত হইয়াছে "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। য স্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ(৮)। স্মৃতি সংগ্রহ-কার শ্রীযুত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই

(৮) শ্রীরামপুরের মুদ্রা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত স্মৃতির প্রথম ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

রূপে ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন” ঋষি জুষ্টত্বাৎ আর্ষং বেদং, ধর্ম্মোপদেশং তন্মূলং স্মৃত্যাদিকং, য স্তদবিরুদ্ধেন তর্কেণ মীমাংসাদিনা অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি স ধর্ম্মং বেদ জানাতি নতু মীমাংসানভিজ্ঞঃ।

অস্যার্থঃ।—বেদাধিকারি জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসা দ্বারা বেদ এবং স্মৃত্যাদি অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম জানে, তদিতরে জানে না।

উক্ত প্রকরণে ধৃত দ্বিতীয় বচন এই যে “ ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করুণাত্মনা। ইতি কর্ত্তব্যতা ভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি”। তদ্ব্যাখ্যা।—“ মীমাংসা বেদবিচারঃ সাচ কর্ম্মব্রহ্ম ভেদাৎ জৈমিনি বাদরায়ণ প্রণীতা দ্বিবিধা”। অস্যার্থঃ। করুণাত্মা বেদ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকটিত হইলে তাহার ইতি কর্ত্তব্যতা ভাগকে মীমাংসা পূরণ করেন, সেই মীমাংসা দুই প্রকার, জৈমিনি প্রণীত কর্ম্ম মীমাংসা, অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ড। ও ব্যাস প্রণীত ব্রহ্ম মীমাংসা, অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ড।

স্মৃতি-কার দিগের মধ্যে প্রধান যে মনু তাঁহার সম্বন্ধে কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে “শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদ মূলকতয়া প্রামাণ্যং”। অস্যার্থঃ।—মনু বাক্যের যে প্রামাণ্য সে কেবল বেদ মূলকতা হেতু।

বৃহস্পতিও লিখিয়াছেন যে “ বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং”। অস্যার্থঃ।—বেদার্থ নিবন্ধকতা জন্য মনু প্রাধান্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। তন্ত্র শাস্ত্রের বেদ মূলকতার প্রমাণ এই যে। “ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ সমুত্থিতঃ। তস্মাৎ বেদ—

পরো মন্ত্রো বেদাঙ্গ শ্চাগমঃ স্মৃতঃ(৯)”। ইতি মেরু তন্ত্রে প্রথম প্রকাশে। অস্যার্থঃ।—প্রণব পরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয়। এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদ হইতে অতএব সমুদায় মন্ত্রই বেদ পর অর্থাৎ বেদের মধ্যে উত্তম, এবং আগমও বেদের অঙ্গ, এই হেতু মন্ত্র সকল বেদের অঙ্গ রূপে কথিত হইয়াছে।

অপিচ নিরুত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে “আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ ইতি(১০)। অস্যার্থঃ। আগম পঞ্চম বেদ, এবং কৌল অর্থাৎ বামাচার পঞ্চম আশ্রম।

বিশেষতঃ তন্ত্রে যে সকল নাম রূপ উদ্দেশে উপাসনার বিধান আছে, তত্তাবতের প্রসঙ্গ বেদে এবং পুরাণে দৃষ্ট হই-তেছে, এ বিধায়ে তাহা তন্ত্র-কার দিগের স্ব কপোল-কল্পিত বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ে বেদের সহিত তান্ত্রিক মতের অনৈক্য নাই, যেহেতু বৈদান্তিক মত যা-হার আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাহা এই যে জীব বাস্তবিক চিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব, কেবল মায়া-চ্ছন্নতা প্রযুক্ত জীব রূপ উপাধি গ্রস্ত হইয়াছেন, এবং তন্ত্রে তাহাই অবিকল লিখিত আছে। যথা “ জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। পাশ বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ(১)

(৯) প্রাণঃ ৩৪। ২। ৮।

(১০) প্রাণঃ ৩৪। ২। ৯।

(১) “ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ”। ইতি কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে। অস্যার্থঃ।—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতি, এই

মুক্তঃ সদাশিবঃ"। ইতি মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে(২)।

অস্যার্থঃ।—জীবই শিব, শিব দেবতা, এবং সেই যে জীব তিনি কেবল, অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত শিব, কেবল পাশ বদ্ধ হেতু জীব, পাশ মুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি। "তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষা ভাবেতু তণ্ডুলঃ। কর্ম্ম বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্ম মুক্তঃ সদাশিবঃ"। ইতি উক্ত তন্ত্রের তৃতীয় পটলে(৩)।

অস্যার্থঃ।—তুষাচ্ছাদিত যে শস্য তাহারই নাম ব্রীহি, তুষ রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কর্ম্ম পাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীব সংজ্ঞা, এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই, সদাশিব নাম হয়(৪)।

এবং পরমাত্মার সহিত, জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান সাধনার্থে পূজা পদ্ধতির মধ্যে, ভূত শুদ্ধির প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে এমত ভাবনার উপদেশ আছে, যে জীবাত্মা মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে অবস্থিত জ্ঞানে সুসুম্না নাড়ীর পথে

অষ্ট প্রকারকে পাশ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কুল, শীল, এবং জাতি শব্দে কুলের, শীলের, এবং জাতির অভিমান অভিপ্রেত হইয়াছে, তৎ পরিত্যাগের চেষ্টা সাধনাঙ্গ বটে, কিন্তু চিত্ত সুদ্ধির পূর্ব্বে জাত্যাদি পরিত্যাগে স্বেচ্ছাচারী হইলে ঐ চিত্ত শুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে, তাহা পশ্চাৎ বর্ণ ভেদের হেতু বর্ণন স্থলে প্রকাশিত হইবেক।

(২) প্রাণঃ ২৪৬। ১। ৯।

(৩) প্রাণঃ ২৪৬। ১। ১১।

(৪) শিবের কটাক্ষ পাতে যে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের ইতিহাস আছে তাহারও হেতু ঐ, কেননা কাম জয় না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না অতএব যোগিগণকেই জিতেন্দ্রিয় গুণে কাম বিনাশক বলা যায়।

তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত, লিঙ্গ মূলে ষড়্দল, নাভি মূলে দশ দল, হৃদয়ে দ্বাদশ দল, কণ্ঠে ষোড়শ দল, ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল পদ্ম(৫)ভেদ করণ পূর্ব্বক, মস্তক মণ্ডলস্থ সহস্র দল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশ কমল দল স্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগ করত সেই আমি, এই চিন্তা করিয়া, পুনরায় জীবাত্মাকে পৃথক্ করণানন্তর, উক্ত পদ্মে অবতারণ পূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপন করিবেক।

এতাবতা পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদই জানা যায়, অর্থাৎ বেদ যাদৃশ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশক, তাদৃশ সাকার অর্চ্চনার এবং বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ সর্ব্ব কর্ম্মাদিরও নিবর্ত্তক(৬)।

উপাস্য বিগ্রহ এবং তত্তন্নাম সকল যে পর ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত নানা দেব দেবীর নহে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে কএকটি মাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি।

১। সকল পুরাণেই(৭) লিখিত আছে যে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার গুণে সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সংজ্ঞা ধারণ করেন। এবং মাৎস্যের তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে যে প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,

(৫) ঐ সকল পদ্ম যে বাস্তবিক শরীর মধ্যে আছে এমত নহে, তাহা শুদ্ধ সাধনার নিমিত্ত তন্ত্রকারেরা কল্পনা করিয়াছেন। যদি ঐ সকল পদ্ম যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্বেদে তাহার প্রসঙ্গ হইত।

(৬) ভাঃ ৭ স্কঃ ১৫ অঃ ৩৭ শ্লোক।

(৭) বিশেষতঃ ভাঃ ১ স্কঃ ২ অঃ ২৩ শ্লোক। বিঃ ২ অঃ।

অর্থাৎ রজো গুণ ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুণ বিষ্ণু, এবং তমো গুণ রুদ্র-স্বরূপ তিন দেবতা রূপক বাক্যে কথিত হইয়াছে।

২। বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীকেই বিষ্ণু, আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রকাশিকা বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, শঙ্কর, গৌরী, সূর্য্য, পদ্মা, হরি, ইন্দ্রাণী, দেবেন্দ্র, মধুসূদন, যম, চক্র-ধর, শ্রীধর, কুবের, বরুণ, কাম, রতি, ইত্যাদি সর্ব্ব স্বরূপা বলা হইয়াছে।

৩। গারুড়ের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, যে " উপ-নিষদাদিতে তাঁহাকে সত্য স্বরূপ এবং সত্য কর্ম্মা বলিয়া বর্ণ-না করেন। পুরাণ সকলে তিনিই পুরুষ রূপে উক্ত হয়েন। আর দ্বিজাতি গণ তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, এবং প্রলয় কালে তিনি সঙ্কর্ষণ নামে উক্ত হইবেন। অতএব তিনিই উপাস্য"।

৪। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ১৭। ১৮। ১৯। ২০ অধ্যায়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাস পৃথিবীকে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করত তন্মধ্যে জম্বু দ্বীপের অর্থাৎ আসিয়া খণ্ডের প্রধান রূপে বর্ণন করিয়া তাহাকে নব বর্ষে, পুনর্ব্বার অংশ করত নিম্নের লিখনানুসারে এক২ স্থানে এক২ নামে এক২ ভক্ত কর্ত্তৃক উপাস্য হওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

স্থানের নাম।	উপাস্যের নাম।	উপাসকের নাম।
ইলাবৃত বর্ষ -	- শঙ্কর্ষণ - - -	মহাদেব।
ভদ্রাশ্ব বর্ষ -	- হয়গ্রীব - - -	ভদ্রশ্রবাঃ।
হরি বর্ষ - - -	নরহরি অর্থাৎ নৃ-সিংহ - - -	প্রহ্লাদ।
কেতুমাল বর্ষ -	কন্দর্প - - -	লক্ষ্মী।

রম্যক বর্ষ - -	মৎস্য - - -	সত্যব্রত মনু।
হিরন্ময় বর্ষ - -	কূর্ম্ম - - - - -	পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা।
উত্তর কুরু বর্ষ - -	বরাহ - - -	পৃথিবী।
কিংপুরুষ বর্ষ -	শ্রীরাম - - -	হনুমান।
ভারত বর্ষ - -	নরনারায়ণ - -	নারদ।
প্লক্ষ দ্বীপ - -	সূর্য্য - - - - -	হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন, সত্যাঙ্গ।
শাল্মল দ্বীপ -	চন্দ্র - - - - -	শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর।
কুশ দ্বীপ - -	অগ্নি - - - - -	কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত, কুলক।
ক্রৌঞ্চ দ্বীপ - -	জল - - - - -	পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ, দেবক।
শাক দ্বীপ - -	বায়ু - - - - -	ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত, অনুব্রত।
পুষ্কর দ্বীপ - -	ব্রহ্ম - - - -	তদ্বর্ষ পুরুষ সকল।

৫। ভগবানের যে সকল নাম প্রচার আছে তাহার শব্দার্থ বিবেচনা করিলেও নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে পরব্রহ্মের নানা শক্তি উপলক্ষে নানা সংজ্ঞা মাত্র হইয়াছে। যথা।

বিষ্ণু - - - (বিষ = ব্যাপ্তি + ণু = কর্ত্তা =) বিশ্বব্যাপক।

নারায়ণ - - (নার = জীবসমূহ + অয়ন = আশ্রয় =) যিনি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী।

নৃসিংহ - - (নৃ = মনুষ্য + সিংহ = মৃগেন্দ্র =) অদ্ভুত বিগ্রহ।

কৃষ্ণ - - - (কৃষ=উৎকৃষ্ট+ণ=নিষ্পত্তি=)যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়।

হয়গ্রীব - - (হ=স্বর্গ+য়=প্রাপ্ত+গ্রীব=কন্ধর=)যাঁহার বিগ্রহ ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বাসুদেব - - (বসুদেব=বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান+অ=স্বরূপ=) বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ।

গোপাল - - (গো=পৃথিবী+পাল=পালন+অ=কর্ত্তা=) পৃথিবীর পালন কর্ত্তা।

রাম - - - (রম=ক্রীড়া+অ=কর্ত্তা=) চিত্ত রঞ্জক।

হরিহর - - (হর=হরণ+ই=কর্ত্তা+হর=সংহার+অ=কর্ত্তা=)যাঁহার কৃপা সংসার হরণ করে। এবং যিনি সংহার কর্ত্তা।

দধিবামন - - (দধ=পোষণ+ই=কর্ত্তা+বাম=বিপক্ষ+ন=বন্ধ=) পোষণ কর্ত্তা, এবং যাঁহা হইতে বিপক্ষের বন্ধ হয়।

শিব - - - (শিব=মঙ্গল+অ=জনক=) মঙ্গল কর্ত্তা।

ত্র্যম্বক - - (ত্রি=ত্রিলোক+অম্বক=নয়ন=) ত্রিভুবন যাঁহার নয়ন গোচর।

ভৈরব - - (ভীরু=ভয়যুক্ত+অ=পালক=) ভয়শীল রক্ষক।

মৃত্যুঞ্জয় - - (মৃত্যু=মরণ+জয়=পরাভব+অ=কর্ত্তা=) মরণ পরাজয় কর্ত্তা।

গণেশ - - (গণ=বিঘ্নকারক সমূহ+ঈশ=ঈশ্বর=)বিঘ্ন কারক গণ সকলের প্রভু।

সূর্য্য - - - (সৃ=গমন+য=কর্ত্তা=)তৈজস রূপে সর্ব্বত্র গমনশীল।

কালী - - (কাল = সংহার + ঈ = কর্ত্রী =) সংহার কারিণী।

তারা - - - (তার = তারণ + আ = কর্ত্রী =) সংসার দুঃখের নিস্তার কারিণী।

ষোড়শী - - (ষোড়শ = ষোল + ঈ = লয় =) পঞ্চ ভুত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকার যাঁহাতে লয় হয়।

ভুবনেশ্বরী - (ভুবন = সংসার + ঈশ্বরী = সম্পাদনকর্ত্রী =) ত্রিভুবনের সম্পাদন কর্ত্রী।

ভৈরবী - - (ভৈরব = ভয়শীল রক্ষক + ঈ = শক্তি =) ভয়শীল পালকের অন্তরঙ্গা শক্তি।

ছিন্নমস্তা - - (ছিন্ন = খণ্ডিত + মস্ত = মস্তক + আ = কর্ত্রী =) দুঃখাভাব প্রকাশ করত স্বকীয় মস্তক খণ্ডন কারিণী।

ধুমাবতী - - (ধুমা = ধুম বিশিষ্টা অর্থাৎ তামসী শক্তি + বতী = বিশিষ্টা =) স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বা হইয়াও জগৎ সংহারের নিমিত্ত তামস শক্তি স্বীকার কারিণী।

বগলা - - - (বগ = খঞ্জ + ল = গ্রহণ + আ = কর্ত্রী =) নিরাশ্রয় ব্যক্তির রক্ষা কারিণী।

মাতঙ্গী - - (মত = অভিমত, অর্থাৎ ভক্ত + গ = গান = আ = কর্ত্রী + ঈ = স্বরূপা =) ভক্ত পারবশ্যা, অর্থাৎ ভক্ত বৎসলা।

কমলা - - (কম শব্দের ভাব পর নির্দ্দেশ প্রযুক্ত ক = ব্রহ্মত্ব + ম = শিবত্ব + লা = দাত্রী =) ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব পদ প্রদায়িনী।

বাগীশ্বরী - - (বাক্=বেদবাণী+ঈশ্বরী=কর্ত্রী=) বেদ বাক্যের প্রকাশ কারিণী।

জগদ্ধাত্রী - - (জগৎ=ত্রিভুবন+ধাত্রী=পোষণ কর্ত্রী=) ত্রিভুবন পালিকা।

দুর্গা - - - (দুঃ=দুঃখসাধ্য তপো যোগাদি+গা=জ্ঞেয়া=) দুঃখসাধ্য তপো যোগাদি দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়।

অন্নপূর্ণা - - (অন্ন=ভক্ষ্য দ্রব্য+পূর্ণা=তৃপ্তিকর্ত্রী=) আহার দান দ্বারা সন্তোষ কারিণী।

রাধা - - - (রাধ=সিদ্ধি+আ=স্বরূপা=) সর্ব্ব সিদ্ধি স্বরূপা।

বাসন্তী - - (বাস=সংসার+তী=বিস্তার কর্ত্রী=) সংসার বৃদ্ধি কারিণী।

লক্ষ্মী - - - (লক্ষ্ম=চিহ্ন+ঈ=কর্ত্রী=) ধনার্পণ ধনাপহরণ দ্বারা আঢ্যত্ব, দরিদ্রত্ব রূপ চিহ্ন কারিণী।

সরস্বতী - - (সরস=জ্ঞান+বতী=যুক্তা=) জ্ঞান বিশিষ্টা।

গঙ্গা - - - (গং=পৃথিবী+গ=গমন+অ=কর্ত্তা+আ=নিস্তার কর্ত্রী=) মর্ত্যলোক গত জীবদিগের নিস্তার কারিণী।

ব্রহ্মা - - - (ব্রহ=ব্রহ্মাণ্ড+মন্=কর্ত্তা=) ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা।

ইন্দ্র - - - (ইন্দ=ঐশ্বর্য্য+র=বিশিষ্ট=) ঐশ্বর্য্যবান্।

এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভার্থে যে সকল নাম রূপের অর্চ্চনা করে তাহাও ব্রহ্ম বাচী, যথা।

আদিত্য [ইতু ইতি অপ ভাষা]; (অ=অভাব+আদি=তৎ প্রভৃতি বিপদ সমূহ+ত্য=তাহাতে আ-বির্ভূত হয়েন=) অর্থাৎ দারিদ্র্য নাশক।

ঘণ্টাকর্ণ [ঘাঁটু ইতি অপ ভাষা], (ঘণ্ট=গাত্র কণ্ডূ+আকর্ণ =অপনয়ন কারক=) গাত্র কণ্ডূ আদি ত্বক রোগের নাশ কর্ত্তা।

কুলচণ্ডী [কুলই চণ্ডী ইতি অপ ভাষা], (কুল=বিপত্তি সমূহ +চণ্ডী=কোপনা=) বিপত্তি সমূহের প্রতি ক্রোধান্বিতা, অর্থাৎ বিপত্তি নাশিনী।

মঙ্গল চণ্ডী - - (মঙ্গল=অভিপ্রেতার্থ-সিদ্ধি+চণ্ডী= কো-পনা=) স্ত্রী সকলের মনোভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ, অর্থাৎ তৎস্বামি দিগের আয়ু বৃদ্ধি নিমিত্ত যমের প্রতি কোপবতী,এতাবতা স্ত্রীদিগের আয়তী রক্ষা কারিণী।

ষষ্ঠী - - - (ষ=গর্ভ মোচন, অর্থাৎ গর্ভশ্রাব+ষ্ঠী=স্থি-রকারিণী=) বালক-রক্ষা-কর্ত্রী।

সুবচনী - - (সু = সুভযুক্ত+বচনী = বাক্যবিশিষ্টা =) মঙ্গল বাক্য অর্থাৎ বর দ্বারা রোগাদি শান্তি প্রদায়িনী।

শীতলা - - (শীত=ত্বক্‌রোগ+লা=গ্রহণকর্ত্রী=) জী-বদিগের বিস্ফোটকাদি ত্বগাময়ের গ্রহণ কারিণী।

পঞ্চানন - - (পঞ্চ = বিস্তার + অনন = পরমায়ুঃ =) যাঁহা হইতে প্রাণিদিগের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

মনসা- - - (মন=বিষাদি দ্বারা জড়ী ভাব+সা=উপ-
সম কর্ত্রী=) বিষহরী(৮)।

৫। তন্ত্রে যে সকল মূর্ত্তি উপাসনার বিধান আছে, তাঁহাদিগের সকলেরই সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চোপাসকের স্তব হইতে পাঁচটি শ্লোক দর্শাইতেছি, যথা।

শক্তিস্তোত্রে।

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতি রপি মহেশোপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং"। ১২॥ ইতি রুদ্র জামলোক্ত শ্রীমহাকাল কৃত শ্যামা স্তোত্রং।

অস্যার্থঃ।—হে জননি! তুমি এই সংসার প্রসব করিয়াছ, পালন করিতেছ, এবং প্রলয় কালে সংহারও করিয়া থাক অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ যে বিশেষ মূর্ত্তি তাহা তোমারই এবং প্রায় সকলই তুমি অর্থাৎ সকলই তোমার বিভূতি, এস্থলে তোমার কি স্তব করিব অর্থাৎ তোমার স্বরূপ বর্ণনাতীত।

শিবস্তোত্রে।

"পরাপরতরাতীত উৎপত্তি স্থিতি কারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোস্তুতে। ইতি ভবিষ্য পুরাণোক্ত লিঙ্গস্তবঃ"(৯)।

(৮) নাম সকলের ব্যুৎপত্তিতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম, এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়দিগের স্থানে আমি অসীম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৯) প্রাণঃ ১৮৫। ১। ১০।

অস্যার্থঃ।—হে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠতরাতীত! হে উৎপত্তি স্থিতি কারক! হে সর্ব্বার্থ সাধনের উপায়! হে বিশ্বের ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।

গণেশস্তোত্রে।

"জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমোস্তুতে"। ইতি নারদ-পঞ্চরাত্রে প্রথমরাত্রে সপ্তমাধ্যায়ে(১০)।

অস্যার্থঃ।—হে জগতের ঈশ্বর! হে জগতের বীজ! হে জগতের নাথ! তোমাকে নমস্কার করি।

সূর্য্যস্তোত্রে।

"বিশ্বপাত র্নমস্তেহস্তু সৃষ্টি সংহার কারক। লোক চেষ্টা কর ধ্বান্ত হারিন্নাদিত্য তে নমঃ"। ইতি সূর্য্য রহস্য তৃতীয় পটলে ভানুস্তবঃ।

অস্যার্থঃ।—হে বিশ্বপালক! হে সৃষ্টি কারক! হে সংহা-রক! হে লোক চেষ্টাকর! হে অন্ধকার নাশক! হে আদিত্য! তোমাকে নমস্কার করি।

বিষ্ণুস্তোত্রে।

"সৃজ্যতে পাল্যতে বিশ্বং যেন সংক্রিয়তে পুনঃ। যস্মা ন্মহিম্না জগতি তস্মাদেকস্ত্বমচ্যুত"। ইতি মন্ত্র প্রদীপঃ॥

অস্যার্থঃ।—তুমি স্বমহিমা দ্বারা এই জগৎকে সৃজন, পালন, এবং সংহার করিতেছ, এই হেতু তুমি এক অদ্বিতীয় এবং অচ্যুত অর্থাৎ নিত্য।

এতাবতা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভিন্ন২ স্থানের লোকে বিবিধ নাম রূপ উপলক্ষে এক পরব্রহ্মেরই উপাসনা করাতে উপাস্য বিগ্রহের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু তত্ত্ববি-বেকিরা বিভিন্ন জ্ঞান করেন না, তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুষ্পদন্ত, শ্রীকৃ-

(১০) প্রাণঃ ১৭৫। ১। ৮।

ষ্ণমিশ্র, এবং ভর্ত্তৃহরি প্রণীত মহিম্নঃ স্তব(১), প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক(২), এবং বৈরাগ্য শতক(৩) গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। উক্ত মহাত্মারা স্ব২ উপাস্য-বিগ্রহে ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশ করত অপরাপর দেবের সহিত তাঁহার অভেদ জ্ঞানও জানাইয়াছেন।

অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা প্রতিপন্ন করা হইল। এক্ষণে তাঁহার বিবিধ নাম রূপ কল্পনার হেতু কহি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মুক্তির(৪) অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্ব জ্ঞান তাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদিত হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাত দীপ তুল্য সুস্থির করা পরমেশ্বরের উপাসনার কর্ম্ম। এবং মনোমালিন্য সম্যক রূপে পরিস্কার করণ পূর্ব্বক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা, ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী(৫) ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অপিচ সেই যে দৃঢ় ভক্তি(৬) তাহা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হয়।

---

(১) সপ্তম শ্লোক।

(২) পঞ্চম অঙ্ক ৮। ৯ শ্লোক।

(৩) ৭৮. শ্লোক।

(৪) জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম মুক্তি।

(৫) অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত।

(৬) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ সংকলিত হইয়াছে, যথা। ১। গুরু পদাশ্রয়॥ ২। কৃষ্ণ দীক্ষাদি (ভাগবত ধর্ম্ম) শিক্ষা॥ ৩। বিশ্বাস পূর্ব্বক (ঈশ্বর বুদ্ধিতে) গুরু সেবা॥ ৪। সৎ (সাধু) পথানুগমন॥ ৫। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা (সাধু ধর্ম্মানুসন্ধান)॥ ৬। কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগ॥ ৭। দ্বারকাদি নিবাস॥ ৮। স্বকীয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থমাত্র প্রতিগ্রহ॥ ৯। একাদশী ব্রত॥ ১০। অশ্বত্থাদি গৌরব॥ ১১। কৃষ্ণ বিমুখ (অসাধু) সঙ্গ—১২। বহু শিষ্য—১৩। বহ্বা-

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা যাহাকে পূজা বলা যায়, ও নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন, এবং স্তবাদি পাঠ করার নামই উপাসনা।

রস্ত—১৪। বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-ত্যাগ॥ ১৫। ব্যবহারে অ-কৃপণতা (ভোজনাচ্ছাদন বিহীন হইলেও অব্যাকুলচিত্তে হরিস্মরণ)॥ ১৬। শোকাদির অবশ বর্ত্তিত্ব॥ ১৭। অন্য দেবতার অবজ্ঞা না করা॥ ১৮। কোন ভূতের উদ্বেগ না দেওয়া॥ ১৯। সেবার এবং নামের অপ-রাধ বর্জন॥ ২০। কৃষ্ণ নিন্দা অসহিষ্ণুতা॥ ২১। বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ॥ ২২। নামাক্ষর (ছাপ) ধারণ॥ ২৩। নির্ম্মাল্য ধারণ॥ ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য॥ ২৫। দণ্ডবন্নতি॥ ২৬। অভ্যুত্থান (যানারূঢ প্রতিমা দর্শনে গাত্রোত্থান)॥ ২৭। অনুব্রজ্যা (প্রতিমানুগমন)॥ ২৮। তৎস্থানে (তীর্থে) গমন॥ ২৯। প্রদক্ষিণ॥ ৩০। পূজা॥ ৩১। পরিচর্য্যা॥ ৩২। গীত॥ ৩৩। সংকীর্ত্তন॥ ৩৪। জপ (অতি মন্দ স্বরে মন্ত্রোচ্চা-রণ)॥ ৩৫। বিজ্ঞপ্তি (দৈন্যপ্রকাশ এবং সেবা প্রার্থনা)॥ ৩৬। স্তব পাঠ॥ ৩৭। নৈবেদ্য ভোজন॥ ৩৮। পাদোদক পান॥ ৩৯। নি-বেদিত ধুপ মাল্যাদি গন্ধ গ্রহণ॥ ৪০। শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন॥ ৪১। দর্শন॥ ৪২। আরাত্রিকোৎসবাদি দর্শন॥ ৪৩। নামাদি শ্রবণ॥ ৪৪। কৃপা-কাঙ্ক্ষা॥ ৪৫। স্মরণ॥ ৪৬। ধ্যান॥ ৪৭। দাস্য॥ ৪৮। সখ্য॥ ৪৯। আত্মনিবেদন॥ ৫০। নিজ প্রিয় বস্তু নিবেদন॥ ৫১। তদুদ্দেশে সর্ব্ব কর্ম্ম করণ॥ ৫২। শরণাপত্তিঃ (রক্ষা প্রার্থনা)॥ ৫৩। তুলসী সেবা॥ ৫৪। শাস্ত্র সেবা (শ্রবণ, পঠনাদি)॥ ৫৫। মথুরা সেবা (ত-ন্নাম শ্রবণাদি)॥ ৫৬। বৈষ্ণব সেবা॥ ৫৭। মহোৎসব॥ ৫৮। কা-র্ত্তিক মাসাদর (নিয়ম সেবা)॥ ৫৯। জন্ম দিনাদি যাত্রা॥ ৬০। বি-শেষতঃ শ্রীমূর্ত্তির চরণ সেবাতে প্রীতি॥ ৬১। ভগবদ্ভক্তের সহিত ভাগবতার্থের আস্বাদন॥ ৬২। আত্মাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় শান্ত সাধুর সহিত সঙ্গ॥ ৬৩। নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ৬৪। মথুরামণ্ডলে বাস।

ঐ সকল অঙ্গ কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ার্থ সংগৃহীত হওয়া জানা যায় বটে, কিন্তু স্থল বিশেষে নাম ধাম পরিবর্ত্ত করিলেই তাহা পঞ্চোপাস-কের সাধ্য হইতে পারে, এ প্রযুক্ত সকলের বিজ্ঞাপনার্থ এই স্থলে গ্রহণ করা গেল।

যে বস্তু কখন চক্ষুর্গোচর হয় নাই ও যাহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না। এবং কোন দেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন নাই, সকলেই তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্মদাদির ধর্ম্ম শাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে তিনি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ, স্ব প্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বি-শেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি আছে? সুতরাং তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথম কৌশল।

পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে পরিছিন্ন ভাবে দারু স্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এ হেতু আত্মো-পাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়(৭) যেমন কোন মান্য ব্যক্তির পাদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান ধারণাদি সাধনা সম্পন্নতার নিমিত্ত আত্মার এক২ রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে(৮)।

---

(৭) ভাঃ ২ স্কঃ ৪ অঃ ১৮ শ্লোক।

(৮) পৌত্তলিক ধর্ম্মদ্বেষী খ্রীষ্ট মতাবলম্বিরাও ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, যেহেতু বাইবেলের এক স্থলে কথিত আছে যে পর-মেশ্বর স্বরূপানুযায়ী মনুষ্যাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে নিজ পার্ষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ সিংহা-সনোপরি উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার বাম ভাগে হলিগোষ্ট এবং দক্ষিণে তদীয় পুত্র খ্রীষ্ট বসিয়া থাকেন।

সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে, পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার দোষ উপস্থিত, অর্থাৎ সময়েং উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয়, এনিমিত্ত গুরু করণ পূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্র রূপ গুহ্য নাম লাভ করত ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য(৯), এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত(১০), পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে একাগ্র চিত্তে স্ব হৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানস পূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৌশল।

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তা রহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধ পুষ্পাদি তাঁহার পাদ পদ্মে, এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন

(৯) কোন স্থূল মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির না হইলে সূক্ষ্মাবয়বে তাহা কদাচ হয় না, অতএব চিত্তৈকাগ্রতা সিদ্ধির পর স্থূল মূর্ত্তির ভাবনা পরিত্যাগ করত জ্যোতির্লিঙ্গ স্বরূপ যে চিন্ময় সূক্ষ্ম দেহ তাহার চিন্তা করিতে হয়। "জ্যোতির্লিঙ্গং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নিত্যং ধ্যায়েৎ সদাযতিঃ"। ইতি মহাবাক্যরত্নাবলী। অস্যার্থঃ।—যোতি ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বীয় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিত্য জ্যোতির্লিঙ্গ ধ্যান করিবে। পরমেশ্বর যে জ্যোতির্ম্ময় তাহা বাইবেল—এবং কোরাণ-কারেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যে হেতু ঐ রূপে মোজেস্ আদি ভবিষ্যদ্বক্তা দিগকে তাঁহার দর্শন দেওয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে, এবং যে বিষয়ে নানা দেশীয় মত ঐক্য হয় তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

ধ্যানের প্রণালী ভগবদ্গীতার ৬ অঃ ১০—১৪ শ্লোকে, ভাঃ ২ স্কঃ ২ অঃ ৮—১৪ শ্লোকে, এবং কল্কি পুঃ ৭ অধ্যায়ে দৃষ্টি কর।

(১০) ভাঃ ২ স্কঃ ২ অঃ ১৪ শ্লোক।

স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়,তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার সৃষ্টি হইয়াছে(১)।

প্রস্তাবিত কল্পনা আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে(২) শাস্ত্র কারেরা স্থানেং স্পষ্ট রূপে তাহা লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কএকটি প্রমাণ দর্শাইতেছি !

১। মার্কণ্ডেয়ে চতুর্থাধ্যায়ে(৩) প্রকাশ আছে যে জৈমিনি ঋষি মহাভারতের কএক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া, বিন্ধ্য পর্ব্বতি গহ্বর স্থিত পক্ষিরূপি দ্রোণপুত্র চতুষ্টয়কে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাসা করেন যে "ভগবান্ বাসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ। তিনি নির্গুণ হইয়াও কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া-

(১) ঐ পূজার বিধান এই যে উপাস্য বিগ্রহের ধ্যান ও পূজা স্বহৃদয়ে করণানন্তর, তাঁহাকে দক্ষিণ নাসিকা রন্ধ্র দিয়া ইড়া নাম্নী নাড়ীর পথে বহি র্নিগত করিয়া, সম্মুখ স্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এই রূপ জ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দ্বীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত, পুনরায় সংহার মুদ্রা প্রদর্শনে, সেই পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়, ইহাতে কেবল চিত্তৈকাগ্রতা লব্ধ হয় এমত নয়, ভক্তি উদয়েরও উপযোগিতা সম্ভবে। ইহার বিস্তার তন্ত্রে আছে, বিশেষতঃ কল্কি পুরাণের ৭। ৮ অধ্যাযে বিষ্ণু পূজার যে পদ্ধতি লেখা আছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

যেমন রণ কার্য্যে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত কল্পিত, লক্ষ ভেদ, এবং হস্ত পদাদির চালন অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তৈকাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ভক্তি লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা সকলের প্রয়োজন জানিবে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রঃ নাঃ ৬ অঙ্ক ২৮ শ্লোকের পর গদ্যেতে কহিয়াছেন যে "দেবতা সকল সঙ্কল্পযোনি" অর্থাৎ মানসিক ভাবনাতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়।

(৩) সং পূঃ ৯৭ পৃষ্ঠা।

ছিলেন? তাহাতে পক্ষিরা উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করণানন্তর পরিশেষে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন যে "তাঁহার রূপ, এবং বর্ণ, ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, কল্পিত মাত্র। সেই মূর্ত্তি অতি শুদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠা স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমান আছে, কেবল ইহাই মান্য করিও"।

২। পুরাণ বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, তাহাতেও বেদ-ব্যাস উক্ত কল্পনা অপ্রকাশ রাখেন নাই, যেহেতু ষষ্ঠ-স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে "যঃ প্রাকৃতৈ র্জ্ঞানপথৈর্জনানাং যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি। যথানিলঃ পার্থিব মাশ্রিতো গুণং স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথং"।

অস্যার্থঃ।—সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোকদিগের চিত্তানুরূপ বিবিধ আকার বিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, যেমত এক বায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানা বিধ গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পুনশ্চ।—দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশাধ্যায়ে এবম্প্রকারে বিষ্ণু মূর্ত্তি কল্পনার অলঙ্কার স্ফুট করিয়াছেন যে তিনি যজ্ঞ রূপ পুরুষ, শুদ্ধ জীব চৈতন্য (তাঁহার বক্ষ স্থিত) কৌস্তুভমণি, ঐ চৈতন্যের প্রকাশ শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলি, নানাগুণময়ী মায়া বন মালা, ছন্দোময় পীত বস্ত্র, প্রণব যজ্ঞোপবীত, সাংখ্য যোগ (কর্ণের) মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্বয়, ব্রহ্ম পদ মস্তক, সত্ত্ব গুণ পদ্ম, প্রাণ তত্ত্ব গদা, জল তত্ত্ব শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন (নামক চক্র,) আকাশ তত্ত্ব অসি তমোময় চর্ম্ম, কাল রূপ ধনুঃ, (সকাম এবং নিষ্কাম) কর্ম্মময় তূণদ্বয়, ইন্দ্রিয়গণ শর, ক্রিয়া শক্তি রথ, বিষয়(৪) রথের প্র-

(৪) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

কাশ (অস্তি ব্যক্তি), অর্থক্রিয়া(৫) বরাভয়াদি মুদ্রা, ধর্ম্ম এবং যশ উভয় চামর ব্যজন, বৈকুণ্ঠ (মুক্তি) ছত্র, বেদত্রয় গরুড় (নামক বাহন), চিৎশক্তি লক্ষী, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য দ্বারপাল(৬)।

৩। মুণ্ডমালাতন্ত্রে সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে যে "শিব উবাচ। নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্য মহমেবচ নির্গুণঃ। যদৈব সগুণা ত্বংহি সগুণো হ্যহংসদাশিবঃ। সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যংহি নির্গুণঃ শিবঃ উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণোমতঃ(৭)"।

অস্যার্থঃ।—শিব কহিলেন। ইহা সত্য বটে যে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া নির্গুণা, এবং আমিও নির্গুণ, যে কালে তুমি সগুণা হও, সেই কালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হই। প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য এবং শিবও নির্গুণ, কিন্তু উপাসকের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণ রূপে কল্পিত হয়েন।

উক্ত তন্ত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পটলের যে দুই বচন(৮) পূর্ব্বে ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ আছে যে মায়াতীত জীব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদাচার্য্যেরাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অতএব, এ স্থলে কেবল এই মাত্র বলিবার প্রয়োজন যে পরমেশ্বরের মায়া রূপা শক্তি

(৫) ক্রিয়ার প্রয়োজন।

(৬) অপরাপর যত দেব মূর্ত্তি আছে তত্তাবতের উৎপত্তিও এবম্প্রকার রূপক বাক্যে হওয়ার উপলব্ধি করিতে হইবে।

(৭) প্রাণঃ ১১১। ২। ৬।

(৮) ১২। ১৩ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

পার্ব্বতী নামে বাচ্য হইয়াছেন, ইহা ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী যে হর পার্ব্বতী, তাঁহারা দেব দেবী রূপ দম্পতী নহেন। তবে যে ঐ পার্ব্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, তাহার কারণ এই যে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক নহে, যথা অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তাহা অগ্নি হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার উপাসনায় পরম পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

৪। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠোল্লাসে উক্ত হইয়াছে যে "চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা(৯)"।

অস্যার্থঃ।—জ্ঞান স্বরূপ অপরিমিত নিঃসঙ্গ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কল্পনা কেবল সাধক দিগের হিতার্থ।

৫। মহাবাক্য রত্নাবলীর লিখন এই যে "রক্ষকো বিষ্ণু রিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণং। সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু"।

অস্যার্থঃ।—বিষ্ণু রক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ, এবং সংহার কর্ত্তা মহাদেব, ইত্যাদি সকলই মিথ্যা।

তৃতীয় কৌশল।

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনা মাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র, কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করত পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, অথচ যখন

(৯) প্রাণঃ ১১১। ২। ১৩

ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে, জীবিত কালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এজন্য তদর্থে বিশেষ২ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহের উৎসব সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে২ সেই২ পূজা অকরণে প্রত্যবায় রূপ ভয়, এবং তৎ করণে স্বর্গ ভোগাদি মিষ্ট ফলের প্রলোভ, দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে।

যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাধনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা ভয়, ইত্যাদি নানা কারণ বশত স্ব২ উপাস্য বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না, যেহেতু নানা নাম রূপ উদ্দেশে যে পূজা, তাহা একেরই হয়(১০), ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষত সাংসারিক লোকে সময়ে২ আপন২ আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভোজন, এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ না করিয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারে না, ইহা সভ্যাসভ্য সর্ব্ব দেশেই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্ত্তে, ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে, ঐহিক সুখাতিরিক্ত পারত্রিকের উপকারও সম্ভবে।

কোন২ বাদী এতৎ কারণে, পৌত্তলিক ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া থাকেন যে মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বর বুদ্ধি করায় জগদীশ্বরের বিদ্রূপ হয়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কিন্তু তা-

(১০) বেদ-ব্যাস ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের ১৫। ১৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক পূজা করণের এই তাৎপর্য্য যে তদুপলক্ষে সমূহ লোকের ভোজ হয়, তদ্দ্বারা আত্মার তৃপ্তি জন্মে; সুতরাং আত্ম রূপী ভগবানের প্রীতি হয়।

হাতেও অধিকারী ভেদ আছে, অর্থাৎ মলিন চিত্ত লোক, যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় বলিয়া থাকেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক ধর্ম্মাচরণ চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়(১), পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, তাহা বিড়ম্বনা স্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে(২) যাহা, বক্তৃতা করিয়াছেন্ তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা নাই অতএব মৎ কর্ত্তৃক তাহাই ধৃত হইল।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা বস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতের্চ্চা বিড়ম্বনং"। ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি আত্মা স্বরূপ সর্ব্ব ভূতে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছি, সেই আত্মারূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মরণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমা পূজা করে, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। ১৮ ॥

---

(১) মূঢ় লোকের মন বিনা উপলক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করণে উৎসুক হয় না, এ জন্য প্রতিমা পূজা চিত্ত শুদ্ধির উপযোগী বলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে মৃত্তিকাদি জড়পদার্থে ঈশ্বর বুদ্ধির আশঙ্কাও নাই, কেননা পরমেশ্বর, স্ব শরীর হইতে এই বিশ্বের উৎপাদন করিয়া আপনাতেই তাহা রক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক সূত্রে সমূহ মুক্তাবলি গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ তাঁহাতেই স্থিত হইয়াছে, ("আত্মাবা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ"। ইত্যাদি শ্রুতেঃ) এবিধায়ে মৃন্ময় বা ধাত্বাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতেও তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, এবং লোকে প্রতিমা উপলক্ষে যে পুজা করে সে ঐ প্রতিমাস্থ চিৎ ব্যতীত মৃত্তিকাদি জড়াংশের নয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে পিত্রাদি গুরুজনের শরীরে যে পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার মান্যতা, চৈতন্যাভাব হইলেই তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায়, অতএব জড়োপলক্ষে স্বরূপের অর্চ্চনাই হয়।

(২) ৩ স্কঃ ২৯ অঃ।

"যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তং মাত্মান মীশ্বরং। হিত্বা-র্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। দ্বিষতঃ পর-কায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধ বৈরস্য ন মনঃ শান্তি মৃচ্ছতি"। ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি আত্মা রূপ ঈশ্বর, সর্ব্ব ভূতে বিদ্য-মান আছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতি-মাদিতে ভজনা করা ভস্মেতে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল। পর কায়াতে অর্থাৎ অন্যের শরীরে আমাকে দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমান, ও ভিন্ন২ দেহে ভিন্ন২ আত্মা দর্শন, এবং অপরাপর প্রাণিকে বৈরী জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তি পায় নাই। ১৯ ॥

" অর্চ্চাদা- বর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং সকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং"। ২১ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজাকরা, কার্ম্মি লোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত আ-মাকে সে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত না জানে। ২১ ॥

" অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং। অর্হয়ে দ্দান মানাভ্যাং মৈত্র্যা ভিন্নেন চক্ষুষা"। ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।—অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্ব্ব ভূতে আত্মা রূপে রহিয়াছি যে আমি আমাকে দানে, মানে, মৈত্র্য ভাবে এবং অভিন্ন দৃষ্টিতে পূজা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্ব ভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান, এবং তাবৎকে মিত্র জ্ঞান করিবে, ও সকলকে আত্ম তুল্য জা-নিবে, ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে।

চতুর্থ কৌশল।

সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে লোকে আপনার

প্রতি যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সেই রূপ ব্যবহার অন্যের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আত্মবৎ করিবার আবশ্যকতা প্রযুক্ত তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পন্ন করণার্থে, স্বীয় কলত্র পুত্রাদি পরিবার ও বাসস্থান যান বাহনাদি পরিকর নিকর থাকার ন্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে, বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয় ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপন করিতে হয়, এবং চিত্তস্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্ত্তিতে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না এবং ভাব(৩) ব্যতিরিক্ত ভক্তির উদয় হয় না, অধিকন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্ত্তি ধ্যান পরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য, অতএব ধ্যান বর্জ্জিত কাল ব্যর্থ ব্যয় না হইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ ঐ কাল ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং মনন দ্বারা যাপন করণার্থে, তিনি বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্থান বিশেষে এক২ মূর্ত্তিতে মনুষ্যের ন্যায়, উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করিতেছেন, এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপ বিশেষের বিশেষ বাহন আছে, এমত বর্ণনা হইয়াছে. ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্য পশু পক্ষ্যাদি বাহন থাকার, এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তি স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে(৪)।

(৩) ঈশ্বর বিগ্রহে জড় বুদ্ধি না করিয়া তাহা সচেতন জ্ঞানে, অর্থাৎ তিনি অস্মদাদির ন্যায় শয়ন ভোজনাদি যাবতীয় নিত্য কর্ম্ম বাস্তব করিয়া থাকেন, এমত বৃত্তির উদয় করার নাম ভাব।

(৪) এবিষয়ের প্রকৃতাভিপ্রায় পুরাণোৎপত্তি প্রকরণে দৃষ্টি কর।

ফলে ঐ বাহনাদির যে কল্পনা, তাহা প্রলাপ বাক্য বলা যাইতে পারে না, অলঙ্কারে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্ত ইতি পূর্ব্বেই দর্শাইয়াছি(৫)।

শি। পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার সত্যতা বোধ করণে সক্ষম হইতে পারেন না।

গু। ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে, এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই।

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, এবিধায়ে উহারা বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে চায় না, এবং গুণের প্রভাবানুসারে ভিন্ন২ লোক ভিন্ন২ রস বিশিষ্ট উপাখ্যান ভালবাসে, যথা তমোগুণের আধিক্যে আদিরস ঘটিত, রজোগুণ প্রভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যতায় ভক্তি ও যোগাদি সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এই যে তাহারা সতত স্ব২ বিষয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে তৃপ্ত হয় না, এবং অধিকারি ভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হয়, সুতরাং সর্ব্ব লোকের মনোরঞ্জনার্থে সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা অপ্রাণিতে প্রাণারোপ করিয়া, নানা রস যুক্ত প্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত, এবং রূপক, ও পরোক্ষ বাক্যে, গদ্য পদ্যেতে রচনা করিয়া থাকেন(৬)

(৫) ২৮। ২৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(৬) খ্রীষ্ট এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রেও অস্মদাদির পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা বেদ-ব্যাসও ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের

তৎ পাঠে উত্তম, মধ্যম, অধম, এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ, এই নানা বিধ লোক স্ব২ চিত্তোল্লাস লাভ করে, বহু প্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাগ্বিন্যাসাদি শিক্ষা করে, কাহার্ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, এবং কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে।

সপ্তমাধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে জগদীশ্বর সেটান্ নামক দৈত্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত তাহাকে নিরয় গামী করিয়াছেন,—মেরী নাম্নী কন্যাতে আসঙ্গ করিয়া খ্রীষ্ট নামক পুত্রোৎপত্তি করিয়াছেন,—খ্রীষ্টের বেপ্টাইজ্ অর্থাৎ দীক্ষাকালে, ঘুঘু দেহ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি অবতরণ করিয়া ছিলেন, এবং ঐ খ্রীষ্ট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য, মুদিত কর্ণদ্বয় বিকসিত, এবং অস্ফুরিত বাক্য স্ফুট করিয়া ছিলেন, এবং প্রাণ দানে মৃত দেহ সজীব করিয়া ছিলেন,—পঞ্চ গ্রাস রোটিকা এবং দুই মৎস্য দ্বারা অরণ্য মধ্যে পঞ্চ সহস্র ব্যক্তিকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইয়া ছিলেন, জলধির উপরে পদব্রজে গমন করিয়া ছিলেন,—এক পর্ব্বতোপরি তেজো রূপী হইয়া পূর্ব্ব মৃত মোজেস্ ও এলিয়াস্ নামক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথন, এবং আকাশ বাণী দ্বারা খ্রীষ্টকে পুত্র স্বীকার করিয়া ছিলেন। অপর সাধুদিগের অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে মোজেস্ নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি ফেরোর সমক্ষে এক যষ্টিকে সর্প করিয়া ছিলেন,—সেণ্ট পিটারের ভর্ৎসনায় অনেরিয়াস্ স্বীয় কলত্র সহিত শমন ভবন গমন করে, এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জ ব্যক্তি গতি শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ছিল,—সেণ্ট পাল এক পঙ্গুকে আরোগ্য, এবং কেবল এক বাক্য অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা এলিয়াস্ নামক মায়াবীকে অন্ধ করিয়া ছিলেন। অনন্তর মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা লিখিলে পুস্তকের বাহুল্যতা হয়, এ নিমিত্ত কেবল কএকটি ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া লিখিতেছি।

বাইবেলে মোজেসের যষ্টির যে অদ্ভুত গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রেও তাহার প্রসঙ্গ আছে, যথা মূসা (মোজেস্) ফেরুণের

অস্মদাদির পুরাণ শাস্ত্রে তদ্বিপরীতাচরণ কিছুই হয় নাই, বরং তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপনা দেখা যায় যে কোন প্রস্তাবই প্রায় অধ্যাত্ম পক্ষ ছাড়া নহে, এবং এই সংসার চক্র যে ঐশিক লীলা মাত্র, ইহা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল মুক্ত, মুমুক্ষু, এবং বিষয়ী ত্রিবিধ লোকের

(অর্থাৎ ফেরোর) সম্মুখে স্বীয় যষ্টি নিঃক্ষেপ করিবা মাত্রই তাহা অশীতি গজ পরিমিত দীর্ঘাকার, এবং সাত শত দন্ত যুক্ত বদন, হস্তির ন্যায় চরণ, ও শর তুল্য সপ্ত সহস্র লোম বিশিষ্ট এক সর্প হয়, তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে, ঐ যষ্টি প্রতিমুণ্ডে সপ্ততি সহস্র মুখ যুক্ত সপ্ততি সহস্র মস্তক বিশিষ্ট বৃহৎ সর্পাকৃতি, ধারণ পূর্ব্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্র জালিককে, পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করিয়া গ্রাস করত, ফেরুণের বাটী শূন্যে নিঃক্ষেপ করিয়া মূসার স্পর্শ মাত্রেই স্বভাব প্রাপ্ত হয়,—অপর ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এক দিবস উক্ত মূসাকে তদীয় চকমকী বলিল, যে তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই,—তৎ শ্রবণানন্তর সে তুর নামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল বৃক্ষের ন্যায় অগ্নি রাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সংলগ্ন করাতে তন্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই, এবং তাহার কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় বিচ্ছু অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বিশেষ হইয়া ছিল,—সময়ান্তরে ইজরাইলের বংশ, যাহার সংখ্যা বালক ও যোষিত ব্যতিরিক্ত, কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তাহাদিগকে লইয়া উক্ত মূসার নীল নদী পার হওন কালে, ফেরুণ সসৈন্যে তাহার পশ্চাদ্গামী হইলে, মূসার যষ্ট্যাঘাতে নদীর জল বিভাগ হইয়া বহু বর্ত্ম হইবায়, তাহারা সকলে পার হইয়া যায়, কিন্তু ফেরুণ নিজ দল বল সহিত জল মগ্ন হয়। সাম্ রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শরীর ৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল,—নূঃ অর্থাৎ নোয়া প্যগম্বরের সময়ের জল প্লাবনে তাহার শরীর রক্ষা হইয়াছিল,—সমুদ্রের জল তাহার জানুর উর্দ্ধে উঠিত না; সে সাগরে মৎস্য ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডলে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করিত; তাহার বাসস্থানের দাড়িম্ব ফলের একটী বীজ মাত্র দশ ব্যক্তির আহারোপযুক্ত হইত, এবং সমুদায় বীজ স্থানান্তর করিলে, তাহার ত্বকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত,—ইজরাইলের

শ্রবণ যোগ্য(৭), অর্থাৎ অধিকারি ভেদে পুরাণ বিশেষ শ্রবণীয় জানিবে।

কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অনভিজ্ঞতা দোষে, আমরা পৌরাণিক রচনার প্রকৃত ভাব গ্রহণে অক্ষম হইয়াছি, এবং এক পুরাণাখ্যানের তাৎপর্য্য অন্য পুরাণে স্ফুটীকৃত হইবায়, আমাদিগের পক্ষে তাহা দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে, কেননা এক্ষণে অত্যল্প লোকের সমগ্র পুরাণে দৃষ্টি আছে।

শি। পৌরাণিক ইতিহাস দ্বারা রূপক, এবং পরোক্ষ বাক্যে অধ্যাত্মোপদেশ প্রদত্ত হওয়ার প্রমাণ কি।

গু। এবিষয়ের প্রমাণ অসংখ্য আছে, তত্তাবৎ দর্শাইবার চেষ্টা করা বিফল, এহেতু আমি কএকটি মাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহাতেই মদীয় উক্তি প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব।

বংশ, মুসার এবং হারুণের সমভিব্যাহারে, ঐ এওজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে, মূসার শাপে ৪০ বৎসর যাবৎ তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল,—মূসার যষ্ট্যাঘাতে উক্ত এওজের মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ ৪০ বৎসর যাবৎ রণ ভূমিতে পতিত থাকে, তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে।—সোলেমান্ রাজা সৈদুন্ রাজ্যাধিকারির সহিত যুদ্ধ করণার্থে বায়ু যানে সসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন,—ঐ সৈদুন্ রাজ্যে স্বুবর্ণময় ব্যাঘ্রদ্বয় বিচার নিষ্পত্তি এবং দোষিকে ভক্ষণ করিত। সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্ত্তৃক এক মুষ্টি মৃত্তিকা সৈদুনাধিপতির চক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবায় তাহার মৃত্যু হয়। ইতি খোলাসতল্ আম্বীয়া নামক পুস্তক।

এই স্থলে বক্তব্য যে যে সকল খ্রীষ্ট এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা, পৌরাণিক ইতিহাসোপলক্ষে হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি করেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শৃগাল পঞ্চক নামক গ্রন্থের এই প্রসিদ্ধ বচনটী উদাহৃত হইতে পারে, যথা "আত্ম ছিদ্রং নজানাতি পর ছিদ্রানু সারিণী"।

(৭) ভাঃ ১০ স্কঃ ১ অঃ ৪ শ্লোক।

১। তপস্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এ প্রযুক্ত ধর্ম্মকে বৃষ রূপি করিয়া, তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য নামে, তাঁহার চারটী পদ কল্পিত হইয়াছে(৮)।

২। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যান, এবং পঞ্চমের ত্রয়োদশাধ্যায়ে ভবাটবী নামক যে দুই অপূর্ব্ব ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দার্থ তত্তৎপর অধ্যায়েই, বেদ-ব্যাস প্রত্যক্ষ বাক্যে স্ফুট করিয়াছেন, যথা পুরঞ্জন নামক রাজা দেহাভিমানী জীব, পুরঞ্জনী নাম্নী যে তাহার স্ত্রী সে বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি, এবং নবদ্বার পুরী এই দেহ। অপর ভবাটবী সংসার, তাহাতে বাণিজ্যার্থে প্রবেশক বণিক জীব, তত্রস্থ দস্যুগণ তাহার ষড়িন্দ্রিয়, বন জন্তু সকল তাহার স্ত্রী পুত্রাদি, তথায় বিস্তৃত বিষ্ঠা স্বর্ণ, মরীচিকা বিষয়, এবং কণ্টক বিশিষ্ট যে পর্ব্বত, সে কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক বেদ।

৩। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের আত্মাতে রমণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত ব্রজ ভূমিতে এবং দ্বারকায় অসংখ্য রমণী লইয়া তাঁহার কাম কেলী করিবার বর্ণনা আছে, এবং ভগবান্ বেদব্যাসও প্রকারান্তরে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যে হেতু ব্রজের কদর্য্যাচরণ বর্ণন কালীন, রাজা পরীক্ষিৎ রাসলীলা শ্রবণানন্তর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া, ঈশ্বর কর্ত্তৃক এরূপ অসদাচার হওয়ার হেতু জিজ্ঞাসা করায়, শুক মহাশয় এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্তদাচরেৎ(৯)"।

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, তাঁহাদিগের আ-

(৮) ভাঃ ১ স্কঃ ১৭ অঃ।

(৯) ১০ স্কঃ ৩৩ অঃ ৩১ শ্লোক।

চরণ কদাচিৎ সত্য অর্থাৎ প্রায় আরোপিত, অতএব তাঁহা-দিগের বাক্যানুযায়ি যে কার্য্য তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করিবেন।

৪। পরমেশ্বর সর্ব্ব স্রষ্টা এবং অজ হইয়াও, মীন কূ-র্ম্মাদি নানা দেহ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্য সাধন করেন, ইত্যাদি যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহার হেতু এই যে ব্রহ্মাণ্ডে সুর, নর, তির্য্যগাদি যত জীব আছে, সকলেতেই তিনি আত্মারূপে স্থিতি করিয়াছেন, এবং শরীরোৎপাদক যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তন্মধ্যে আত্মা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ(১০), এ বিধায় তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা স্থূল শরীরে আরোপিত হইয়া থাকে। এস্থলে জীব সকলকে অবতার কহিবার কোন দোষ নাই, এবং ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায়েও এতদাভাস প্রকাশ আছে। যথা

"উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ু রিবেশ্বরঃ। নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাৎ ধিযোগুণৈঃ"। ৪॥

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর নির্গুণ এ প্রযুক্ত বুদ্ধির গুণে নানা আকার বিশিষ্ট হয়েন না, কেবল বায়ুর ন্যায় বিবিধ ভূতে অর্থাৎ দেহে আত্মা রূপে প্রবেশ করেন।

অতএব এই উপলব্ধি করিতে হইবে যে এতৎ কারণেই ভাগবতের প্রথম(১) ও দ্বিতীয়(২) স্কন্ধে, সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়,

(১০) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধে র্যঃ পরতস্তুসঃ ইতি ভগবদ্গীতা। ৩ অঃ ৪২ শ্লোক॥

(১) ৩ অঃ ২৭ শ্লোক।

(২) ৬ অঃ ১৩—১৫ শ্লোক। ৭ অঃ। ১০ অঃ ৪১ শ্লোক।

মনু, মনুপুত্র, প্রজাপতি, ঋষভ পরমহংস, ধ্রুবাদি ভক্ত বৃন্দ, ধন্বন্তরি চিকিৎসক, এবং যত পশু পক্ষী সুর নর ইত্যাদি তাবৎ প্রাণিকেই তাঁহার অবতার বলা হইয়াছে। এবং বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে(৩) লিখিত হইয়াছে যে "দেবতা তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুরুষের নামে যে কিছু পদার্থ আছে, সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ, আর ঐ সকলের স্ত্রী নামে যাহা২ আছে, তৎ সমুদায় লক্ষ্মীর স্বরূপ"।

৫। বামনাবতারের যে ইতিহাস তাহার বীজ এই যে পরমেশ্বর বিশ্ব ব্যাপক হইয়াও, আপনাকে জীব রূপে পরিণত করণ পূর্ব্বক খর্ব্ব হয়েন, এবং ঐ অবস্থায় মায়ার অধীন হইয়া, দেহস্থ অসুরবর্গ যে কামাদি রিপুচয়, তাহাদিগের উপর বিক্রম প্রকাশে অক্ষম জন্য, উহাদিগের দাসত্ব করিয়া থাকেন, তথাচ লঘুত্ব স্বীকারে, ছল দ্বারা উক্ত অসুর বর্গকে পরাজয় করিবার উপায় আছে, এইটী দর্শাইবার নিমিত্ত, তিনি একদা বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া, শরীরান্তর্গত ত্রিপুরাধিকারী মহাবলী যে মোহ রূপ বলি রাজা, তাহাকে ভিক্ষার ছলে সত্য পাশে বদ্ধ করিয়া সুতল যে পদতল, তথায় প্রেরণ করিয়া স্থান ভ্রষ্ট দেব রূপি বিবেক বৈরাগ্যাদিকে, স্বপদে পুনঃ স্থাপন করিয়া ছিলেন, এমত রচনা হইয়াছে।

৬। মাৎস্যের তৃতীয়াধ্যায়ে(৪), গায়ত্রীকে শতরূপা নাম্নী ব্রহ্মার কন্যা, এবং চতুর্থে(৫), বেদ রাশিকে ব্রহ্মা কল্পনা করিবার উক্তি আছে। এবং পাদ্মের তৃতীয়াধ্যায়ে(৬),

---

(৩) সং পুঃ ২৪৫ পৃষ্ঠা।

(৪) সং পুঃ ১৪২ পৃষ্ঠা।

(৫) সং পুঃ ১৭২ পৃষ্ঠা।

(৬) সং পুঃ ১৯৬ পৃষ্ঠা।

এমত উক্ত হইয়াছে, যে ঐ ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, কথিত শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদিগের অঙ্গজা দ্বয়ের মধ্যে, প্রসূতিকে উক্ত ব্রহ্মার অন্য পুত্র দক্ষ বিবাহ করিলেন, ঐ দক্ষ স্বীয় চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মকে, এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা, এই একাদশটী যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণকে প্রদান করিলেন। এবং ইহাও কথিত হইয়াছে, যে শ্রদ্ধা কাম ও দম্ভকে, ভূতি বিনয়কে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, এবং ক্রিয়া দণ্ডনয় ও বিনয়কে প্রসবিলেন।

৭। দেবাসুরের পরস্পর চিরস্থায়ি দ্বেষ ভাবের এবং সময় বিশেষে যুদ্ধ বিগ্রহের যে ইতিহাস পুরাণে লিখিত আছে, তাহার বীজ এই বোধ হয় যে, মন কশ্যপ ঋষি, তাহার এক পত্নী নিবৃত্তির নাম অদিতি, এবং অন্য পত্নী প্রবৃত্তির নাম দিতি, ঐ নিবৃত্তি জাত বিবেক বৈরাগ্যাদিই দেবতা, এবং প্রবৃত্তির গর্ভে উৎপন্ন যে ইন্দ্রিয়গণ সহিত মোহাদি, তাহারা অসুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরস্পর বৈরতা করিতেছে, এবং প্রত্যেক পক্ষ স্ব২ প্রাধান্যের নিমিত্ত, সময়ে২ যুদ্ধাদি করিয়া কখন দৈত্য দল, এবং কখন বা দেব দল বিজয়ী হয়। সমুদ্র মন্থন উপলক্ষে এবিষয়ে যে বর্ণনা(৭) আছে, তাহার রূপকত্ব স্ফুট করিলেই, প্রস্তাবিত উক্তির যুক্তি সিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

(৭) ভাঃ ৮ স্কঃ ৫—১১ অঃ।

আত্মা সর্ব্ব নিয়ন্তা, এপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত বিবেকাদি দেবতা দিগকে, কৈবল্য রূপ অমৃত উৎপাদনার্থে, শ্রুতি সাগর মন্থনে প্রবৃত্তি প্রদান করত, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত তৎ সম্পাদনের অসাধ্যতা হেতু, স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিবার উপদেশ দেন, তদনুসারে ঐ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি যে মহাবল পরাক্রান্ত মোহ, অর্থাৎ দেহাত্মবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সন্ধি করিয়া উভয় দলে বুদ্ধিকে মন্থান দণ্ড, এবং আশাকে রজ্জু করণ পূর্ব্বক, শ্রুতি সমুদ্র মন্থনে, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং আত্মা কূটস্থ, এপ্রযুক্ত পুনরায় কূর্ম্ম স্বরূপে ঐ বুদ্ধির আধার হয়েন, এবং প্রস্তাবিত মন্থনে প্রথমত উপসর্গ রূপ কাল কূটের উৎপত্তি হইলে, মহাদেব রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি যে গুরুদেব, তিনি তাহা পান করিয়া, শিষ্যগণের ব্যাঘাত নিবারণ করেন। তৎপরে নির্ব্বিঘ্নে বেদাভ্যাস আরম্ভ হইলে, ক্রমেং যজ্ঞ রূপ সুরভি, ঐশ্বর্য্য রূপ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সাংখ্যযোগ(৮) রূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাঙ্গ যোগ রূপ অষ্ট দিগ্ হস্তী, অষ্ট সিদ্ধি রূপা অষ্ট হস্তিনী, জীবোপাধিক কৌস্তুভ মণি, আত্মোপাধিক পদ্মরাগ মণি, চিত্তোল্লাস জনক আনন্দ রূপ পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা এবং শ্রদ্ধাদি অপ্সরাগণ, চিৎশক্তি রূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যা রূপা বারুণী দেবী, উৎপন্না হইয়া, চরমে কৈবল্যামৃত সহিত জ্ঞান রূপ ধন্বন্তরির গাত্রোত্থান হয়। ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ ঐ অমৃত প্রাপ্তির অযোগ্য পাত্র প্রযুক্ত জগৎপতি যে আত্মা, তিনি বিদ্যারূপা মোহিনী বেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া, অমৃতে বঞ্চনা করত বিবে-

(৮) আত্মানাত্ম বিবেক।

কাদি দেবতা বর্গকে তৎপ্রদানে চিরজীবী করেন, কিন্তু তমো-গুণ কদাচ অন্য গুণ দ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এহেতু সে রাহু(৯) রূপে দেব পংক্তিতে বসিয়া অমৃত পান করে, কিন্তু তাহা উহার গলাধঃকরণ হওয়ার পূর্ব্বেই, সত্ত্ব এবং রজঃ যে চন্দ্র সূর্য্য, তাঁহারা উহার পরিচয় দেওয়াতে, অন্তর্যামী জগদীশ্বর তেজস্তত্ত্ব রূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন, কিন্তু অমৃতাস্বাদন জন্য তদীয় উত্তমাঙ্গ সজীব আছে, এনিমিত্ত উক্ত চন্দ্র সূর্য্যের সহিত তাহার চির স্থায়িনী বৈরতা হইয়াছে। এবং সময়ে২ সে তাহাদিগকে গ্রাস করে, কিন্তু সত্ত্ব এবং রজোগুণের এমত প্রভাব যে তমোগুণ তাহাদিগকে পাক করিতে শক্য হয় না, কিয়ৎকাল পরেই উদ্গার করে।

৮। মহাভারতে উল্লিখিত প্রধান২ ব্যক্তির সম্বন্ধে এই রূপ বর্ণন আছে, যে " দুর্য্যোধন ক্রোধ রূপী মহা বৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহা মহীরুহ ছিলেন, অর্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রী নন্দন নকুল সহদেব, তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ফল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণ সকল তাহার মূল(১০)"। এবং ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য বন পর্ব্বে এই রূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে, যে অধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রং দর্শন করে, তদুত্তর শত্রু জয় করিয়া অন্তে সমূলে নষ্ট হয়।

৯। রামায়ণের তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, আত্মা যে রাম তিনি স্বীয় প্রতিবিম্ব জীবোপাধিক লক্ষ্মণকে, এবং বিদ্যা রূপা

---

(৯) রাহুর একটি নাম তমঃ ইতি অমর কোষঃ।

(১০) সঃ পুঃ ৮ পৃষ্ঠা।

সীতাকে সঙ্গে লইয়া, সংসার গহনে আগমন পূর্ব্বক দশেন্দ্রিয় রূপ দশ কন্ধর বিশিষ্ট রাবণ যে মহামোহ, তৎ কর্ত্তৃক ঐ বিদ্যা হারা হইয়া, অজ্ঞানাবস্থায় বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া বিচরণ করেন, ইতি মধ্যে যদিস্যাৎ কোন সময়ে ভাগ্য বশাৎ সদ্গুরুর উপদেশে সাধন চতুষ্টয়, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ রূপ সুগ্রীবাদি সেনাপতির বলাশ্রয়ে, অকিঞ্চন ভক্তি রূপ সেতু দ্বারা মায়া সাগর উত্তীর্ণ হওনানন্তর, মলিন চিত্ত রূপ লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া কাম ক্রোধাদি দলবল সহিত মহামোহকে বিনাশ করিতে পারেন, তবেই স্ব ভার্য্যা উদ্ধার করিয়া স্বকীয় রাজ্য পদ যে ব্রহ্মত্ব, তাহা প্রাপণ ক্ষম হয়েন।

১০। নরক এবং মৃত্যুর বিষয়ে বৈষ্ণবে(১) এই বর্ণনা আছে, যে অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র, এবং নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে, ঐ দুই হইতে ভয়, এবং নরক নামে দুই পুত্র হয়, ভয়ের পত্নী মায়ার গর্ভে মৃত্যু, এবং নরকের ভার্য্যা বেদনার গর্ভে দুঃখ নামক পুত্র, উৎপন্ন হইয়াছে। অপর পাপানুরূপ দণ্ডের যে বিধান নরকে হয়, তদ্বর্ণনানন্তর ভবিষ্যে(২) এই উক্ত হইয়াছে, যে তত্তৎ পাপ ক্ষয় না হওন পর্য্যন্ত, সেই২ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এবং অভিধানে নরক শব্দের অর্থ দুঃখ ভোগ স্থান লিখিত আছে, অএতব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়, যে আত্ম জ্ঞানোপদেশার্থে মর্ত্ত্য লোককে নরক অর্থাৎ যমালয়, মৃত্যুকে যম, এবং নিষ্ঠুর আততায়ী ব্যক্তি গণকে যমদূত স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, কেননা সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে দুঃখ ভোগেই

(১) ৭ অঃ। সঃ পূঃ ২০৪ পৃষ্ঠা।
(২) ৬ অঃ। সঃ পূঃ ২৪০ পৃষ্ঠা।

পাপের ক্ষয় হয়, এবং ভবার্ণবে জীবের যে ক্লেশ, তাহার মূল, জন্মান্তরীয় পাপ, এমত অবস্থায় পাপের ভোগার্থে অন্য স্থান অবধারিত থাকা কি রূপে সম্ভবে ? তাহা হইলে এক পাপের শাস্তি দুই স্থলে দুই বার হওয়ার বিধান মান্য করিতে হয়।

১১। কল্কি পুরাণে(৩) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে, অধর্ম্ম নামে খ্যাত পাপের সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া, তদ্বংশাবলি এই রূপে লিখিত হইয়াছে “যে অধর্ম্মের পত্নীর নাম মিথ্যা, সে অতি তেজস্বী দম্ভ নামক পুত্র ও মায়া নাম্নী কন্যা প্রসব করে। ঐ দম্ভ হইতে নিজ ভগিনী মায়াতে লোভ নামক তনয় ও নিকৃতি নাম্নী দুহিতা উৎপন্না হয়, লোভও স্ব ভগিনী নিকৃতিতে সঙ্গত হইলে তাহার ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসা নাম্নী কন্যা জন্মে, তাহাদের পরস্পর সংসর্গে কলির জন্ম হয়, সে অতি জুগুপ্সিত, তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভ্যক্ত কাক তুল্য উদর, বিকট বদন, লোল জিহ্বা, এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতি গন্ধ, দ্যূত ক্রীড়া, মদ্য, এবং স্ত্রী সুবর্ণ এই সকল তাহার নিয়ত আশ্রয়।

১২। ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা পুরাণে(৪) আছে, তাহা এই যে জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রা নিনিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর ঐ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়, এবং যোগিদিগের জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হওয়া, তাহার নাম আত্যন্তিক

(৩) ১ অঃ। সঃ পুঃ ১৩ পৃষ্ঠা।

(৪) বিঃ ৭ অঃ। ভাঃ ১২ স্কঃ ৪ অঃ।

প্রলয়, আর সর্ব্বদা উৎপন্ন প্রাণিদিগের দিবা রাত্রি যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে।

ঐ লিখনের এতদ্ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, যে প্রাণিদিগের স্থূল দেহই ব্রহ্মাণ্ড, এবং তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তিনি জীব, ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয়, এবং তাহার আয়ুর শেষ হইলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক লয়, তন্মধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে যোগির মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয়, এবং অপরাপর প্রাণির মরণকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে(৫)।

শিঃ। নিত্য নৈমিত্তিক আদি কর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? মনের মলা কি? এবং কর্ম্মই বা কি রূপে চিত্ত শুদ্ধিকর হয়?

গুঃ। কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে, আদ্যোক্ত দুইটি মুমুক্ষু জনের সম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্যজ্য, যেহেতু কাম্য কর্ম্ম বন্ধের হেতু হয়(৬), এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ জন্মায়, এজন্য তাহা করণে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত হয়, আর উপাসনা কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই কহিয়াছি(৭), অতএব অবশিষ্ট তিন কর্ম্মের কথা মাত্র বলি। সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্নান, তর্পণ, প্রাত্যহিক

(৫) ভাঃ ৩ স্কঃ ১০ অঃ ১৩ শ্লোকও মদভিপ্রায়ের পোষকতা করে।

(৬) কাম্য কর্ম্ম ত্যজ্য হইলেও নিতান্ত মূঢ় জনের তাহা অকর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ফলাভিসন্ধান সংযুক্ত কর্ম্ম করিতে২ ক্রমে২ বহু জন্মান্তে সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে, এতাবতা তাহা বহু দূর সম্বন্ধে মুক্তির হেতু স্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৭) ২৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

ইষ্টপূজা, স্মৃতুক্ত একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্র্যাদি ব্রত, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি কর্ম্ম যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়, তাহার নাম নিত্য কর্ম্ম।

পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক জাতেষ্টি প্রভৃতি, মৃত পিতৃ মাত্রাদি বন্ধুজনের আদ্য শ্রাদ্ধ, তড়াগাদি খনন ও উৎসর্গ, এবং সেতু বন্ধনাদি, তান্ত্রিক বার্ষিক পূজা, ইত্যাদি কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম তাহাকে বলাযায়, যাহা পাপ ক্ষয়ার্থে কৃত হয়, যথা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত(৮)।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, যাহারা ঐহিক, ও পারত্রিক, এবং শারীরিক হানি কর প্রযুক্ত ষড়্‌রিপু সংজ্ঞায় গণ্য হয়, তাহারা এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, অহঙ্কার, মমকার, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, কপটতা, সংশয়, অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, ইত্যাদি যে সকল মনোবৃত্তি নীতি শাস্ত্রেও দুষ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনের মলা জানিবে।

ঐ সকল অসদ্বৃত্তি যে পাপজ, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে যাহার মধ্যে তপস্যাও গণ্য হইতে পারে, তাহাতে ঐ পাপ ক্ষয় হইয়া মনোমালিন্যের মূলোৎপাটন হইবার সন্দেহ কি আছে? অপর নিত্যনৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে অর্থাৎ শুদ্ধ তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। যেহেতু তিনি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা প্রযুক্ত অন্তরের ভাব মাত্র গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে সুতরাং মনের প্রসন্নতা

(৮) দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্ত সারের ৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

হওয়া সম্ভব,যেহেতু তিনিই মনের নিয়ন্তা,অতএব ঐ প্রসন্নতার ফলে ঈশ্বরে যে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, তাহার সংশয় নাই, কেননা যে কর্ম্মে সুফল প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে, অপর ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি হইলে অসৎ বৃত্তিরা কোথায় উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হই-বেক? বিশেষতঃ মনের কুপ্রবৃত্তি সকল রজঃ এবং তমোগুণ জনিত, ঈশ্বরে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে, ঐ রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বের প্রভাব হয়, তাহাতেও অস-দ্বৃত্তি উদয়ের অসম্ভাবনা।

শিঃ। যজ্ঞ সকল ইন্দ্রাদি নানা দেবতোদ্দেশে হইয়া থাকে, এস্থলে তাহাতে পরমেশ্বরের তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা কি?

গুঃ। তাহা হওয়ার প্রতি দুই কারণ আছে। প্রথম এই যে রাজার তুষ্টির জন্য তাঁহার পারিষদের উপাসনা করিলে, যদি অন্যের মনোবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা ঐ রাজার থাকে, তবে তাঁহার পরিতোষ হওয়া ব্যতীত আর কিছু সম্ভবে না। এস্থলে পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে, তিনি সর্ব্বজ্ঞতার দ্বারা তাহা জানিয়া, পূজকের প্রতি অবশ্যই তুষ্ট হইতে পারেন, দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বর সর্ব্ব ভূতে অন্তর্যামি রূপে স্থিতি করিতেছেন, এবিধায় ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহারই অংশ, সুতরাং ঐ সকল দেবতা পূজা করিলে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা হয়(৯)।

শিঃ। সাধনার অর্থ কি?

---

(৯) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ ২৩ শ্লোক।

গুঃ। দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা। তাহা চারি প্রকার, যথা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক(১০), ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ(১), শম দমাদি সাধন সম্পত্তি(২), এবং মুমুক্ষুত্ব(৩), জ্ঞান শাস্ত্রে এই চারিটি সাধন চতুষ্টয় নামে খ্যাত আছে, কিন্তু শম দমাদির অন্তর্গত আর চারিটি সাধন আছে, তাহা এই যে উপরতি(৪), তিতিক্ষা(৫), সমাধান(৬), এবং শ্রদ্ধা(৭)।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে। ঐ সকল অঙ্গের নাম যম(৮), নিয়ম(৯),

(১০) ব্রহ্মই নিত্য বস্তু তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য এই প্রকার বিবেচনা।

(১) যেমন কর্ম্ম জন্য প্রযুক্ত ঐহিক মাল্য চন্দনাদি বিষয় ভোগ সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয় ভোগ সকলও কর্ম্ম জন্য হেতু অচিরস্থায়ী, অতএব তাহা হইতে সুতরাং নিবৃত্তি।

(২) শম=ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। এবং দম=শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

(৩) মোক্ষেচ্ছা।

(৪) বিধি পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ অর্থাৎ অননুষ্ঠান।

(৫) শীতোষ্ণাদি সহন।

(৬) ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা।

(৭) গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বচনে বিশ্বাসঃ।—
(দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৫। ৭ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)।

(৮) অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ।

(৯) শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধান।

আসন(১০), প্রাণায়াম(১), প্রত্যাহার(২), ধারণা(৩), ধ্যান (৪), এবং সমাধি(৫)।

শিঃ। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নতার লক্ষণ কি?

গুঃ। সর্ব্ব অনর্থের মূল যে ইন্দ্রিয় সকল, তাহারা বশী-ভূত হয়, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দর্শনে, সুশ্রাব্য শ্রবণে, সুঘ্রাণ আ-ঘ্রাণে, সুরস আস্বাদনে, স্নিগ্ধ দ্রব্য স্পর্শনে সুখবোধ, ও তদ্বিপরীত ঘটনায় দুঃখ জ্ঞান থাকে না, মন ভয় ও ক্ষোভ শূন্য হয়, এবং কোন বস্তুতে স্পৃহা বা আশা থাকে না, ও যথা লাভে তুষ্ট হয়, এবং অলাভেও রুষ্ট বা অসন্তোষ হয় না, যখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণে সন্তোষ থাকে, কাহারও স্তুতিতে হর্ষ, অথবা নিন্দাতে কি কটুভাষায় বিমর্ষ হয় না, কেহ প্রহার করিলেও প্রতিফল দিবার ইচ্ছা জন্মে না, কাহাকেও শত্রুজ্ঞান হয় না, শীত গ্রীষ্মাদিতে দুঃখ বোধ থাকে না, স্বজন ও পরজন রূপ ভেদ জ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি সম দৃষ্টি, অর্থাৎ সকলেই আত্ম

(১০) হস্ত পদাদির শংস্থান বিশেষ পদ্মাসন প্রভৃতি।

(১) রেচক, পূরক, কুম্ভক রূপ প্রাণ দমন করিবার উপায়।

(২) শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।

(৩) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।

(৪) অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ।

(৫) ঐ সমাধি দুই প্রকার সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারা-কারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক সমাধি, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্প ত্রয়জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলাযায়। (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৭২। ৭৩। ৭৫। ৭৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)।

তুল্য বোধ হয়, এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখের অনিত্যতা দৃষ্টে তাহাতে শ্রদ্ধাভাব হইয়া, কেবল মুক্তি ইচ্ছা করে।

শিঃ। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনের স্বভাব সিদ্ধ মলা, এস্থলে তাহার নাশ কি রূপে শম্ভবে?

গুঃ। তাহার নাশ হওয়ার কথা আমি কহি নাই, ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল কারণ বশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, অতএব সাধনার দ্বারা তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে? বিশেষতঃ অসৎ বৃত্তিচয়কে বশীভূত করিতে পারিলে যদিও প্রারব্ধের বেগ বশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষদন্ত হীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় না।

শিঃ। কিছু২ কাম ক্রোধাদি, এবং বিষয়াসক্তি ব্যতীত, সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, অতএব আপনার উপদেশে এই উপলব্ধি করিতে হইবে, যে চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন বাস অপেক্ষা করে।

গুঃ। না, আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে, বরং চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত, অরণ্যে পরিপক্ক রূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই(৬), যেহেতু তথায় চিত্ত বিক্ষেপের বিষয় না থাকায়,

(৬) চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যতা বিষয়ক যে বর্ণনা ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ে আছে, তাহাতে এই বিধান দৃষ্ট হয় যে প্রথমতঃ গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্য গৃহে বাস করত, বেদাধ্যয়ন, এবং সাধনা সমাপন করিয়া তদুত্তর যাহার গৃহস্থ হইবার বাসনা হয়, সে দার পরিগ্রহ, এবং যাহার তদিচ্ছা না হয়, সে বনে গমন করিবেক।

তৎ পরীক্ষার কারণাভাব(৭), এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার সমুদ্রে বিষয় তরঙ্গে মন নৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাহাকে বৈরাগ্যাদি সাধন রূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করত, সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই, তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে।

ফলতঃ তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম ক্রোধাদির প্রয়োজন থাকা বিবেচনা করিয়াছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেননা যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তবে তাহাকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিলে, সে কি শাসিত হয় না? বরঞ্চ সর্ব্বলোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে ক্রোধোদয়ে রক্তের উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধ বিশিষ্ট শাসন কারির সারীরিক অনিষ্ট সম্ভবে, অসভ্যতা প্রকট হয়, এবং মনের শান্ত ভাবের অভাব জন্য ক্লেশ জন্মে, এতদ্ভিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে অধিক দুঃখ হইয়া স্নেহের খর্ব্বতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব জ্ঞান শাস্ত্রে এতৎ উপদেশ আছে, যে যদি কোন সময়ে অবস্থা বিশেষে রাগদ্বেষাদি প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে অন্তরে রাগাদির উদ্দীপন নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধাসক্ততার চিহ্ন মাত্র দর্শন করাইবেক। অপরঞ্চ ইহা সত্য বটে, যে কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং বিনা

(৭) ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রত রাজাকে এতৎ পরামর্শ দিয়া সংসারী করিয়াছিলেন যে ষড়রিপু লইয়া বনে যাওয়ার ফল কি? বরং সংসারে থাকিয়া উক্ত রিপুগণকে পরাজয় করত নিরভিমানে রাজ্য করা শ্রেয়ঃ কল্প। ভাঃ ৫ স্কঃ ১ অঃ ১৭। ১৮। ১৯ শ্লোক।

উদ্যোগে সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু মনে বিকার শূন্য(৮) হইয়া শান্ত ভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোক যাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই, এস্থলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দ্দমস্থ বানি মৎস্যের(৯) ন্যায় নির্লিপ্ত থাকার অসম্ভব কি আছে(১০)? তোমার অবিদিত নাই যে দিবা রাত্রির ন্যায় সুখ দুঃখের প্রবাহ ক্রমশঃ চলিতেছে, অতএব যেমন বিনা যত্নে দুঃখ উপস্থিত হয়, সেই রূপ সময়ানুসারে সুখের উদয় অবশ্যই হওয়া সম্ভবে(১), এস্থলে তদাশা করিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মান পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য, বরং আসক্তি হীন হইয়া যথা কালে যাহা করিবার প্রয়োজন, তাহা করিলেই লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা পায়, ফলতঃ সাংসারিক অনিত্য সুখকে পণ্ডিতবর্গ সুখ স্বরূপে গণ্য না করিয়া, তাহাকে দুঃখের কারণ বলেন, যেহেতু নিরন্তরাগত দুঃখে যাদৃশ সহিষ্ণুতা হয়, সুখোদয়ে তদ্বিচ্ছেদোত্তর তাহার পুনরাগমনে তাদৃশ হয় না, বরং অধিক ক্লেশ দায়ক বোধ হয়, অতএব সুখের যত্নই অনুচিত।

শিঃ। মনের যে প্রকার গুরুতর সাধনাকে শাস্ত্রে চিত্ত

অপর মহাদেব আপন জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা জন্য হিমালয়ের প্রার্থনানুসারে পার্ব্বতীর সেবা গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইতি কুমারসম্ভব। প্রথম সর্গঃ।

(৮) ভগঃ গীঃ ১৮ অঃ ২৩ শ্লোক।

(৯) বানিমৎস্য কাদায় থাকে, কিন্তু তাহাকে তাহা হইতে উঠাইলে অতি পরিষ্কার দৃষ্ট হয়, কোন অঙ্গে কর্দ্দম লগ্ন থাকে না।

(১০) ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ১৪। ১৫ অধ্যায়ে গৃহস্থের ধর্ম্ম সাধনের বিস্তারিত উপদেশ আছে।

(১) ভাঃ ৭ স্কঃ ৬ অঃ ৩ শ্লোক।

শুদ্ধি আখ্যা দিয়াছেন, ইহা মনুষ্যের দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে।

গুঃ। দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভের প্রত্যাশা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে হয়। যদি চিত্ত শুদ্ধি করা সহজ কর্ম্ম হইত,তবে প্রতি সম্বৎসর অসংখ্য লোক মুক্ত হইয়া বহুকাল পূর্ব্বেই এই জগৎ প্রাণি শূন্য হইত।

শিঃ। তবে এরূপ দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশার্থে শাস্ত্র-কার দিগের অনর্থক পরিশ্রম করার হেতু কি?

গুঃ। তাঁহারা অত্যন্ত দয়াবান্, এপ্রযুক্ত জীবের অপার দুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, দুষ্কর সাধনারও প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি কোটি ব্যক্তির মধ্যে এক জনেরও মুক্তীচ্ছা হইয়া তৎ সাধনায় প্রবৃত্তি হয়, তবে বহু জন্মান্তে তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে(২) এতদ্ভিন্ন মুক্তি সাধনের অনুষ্ঠান মাত্রই শুভকর, কেননা ইন্দ্রিয়ের দমন যত করিতে পার, ততই সুখানুভব করিবে, অতএব যদিও সাধন সম্পন্ন না হওয়া হেতু জ্ঞানাধিকারী হইতে না পার, তথাপি ক্রমে২ দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের বৃদ্ধি সম্ভবে।

শিঃ। ইন্দ্রিয় দমনে মনের কি কর্ত্তৃত্ব আছে?

গুঃ। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। এ বিধায় বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের কর্ত্তাও মন, কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাস যোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে দুঃখিলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় মৃত্তিকায় শয়ন, ও শীতকালে অত্যল্প বসন পরিধান, ও গ্রী-

(২) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪৫ শ্লোক।

ষ্মের উত্তাপ সহিষ্ণুতা করে, এহেতু তাহারা অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়া থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্বিপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পায়, এবং শিশু দিগের শীত উষ্ণতা যাদৃশ সহ্য হয়, অধিক বয়স্ক লোক দিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু পিতা মাতার পালন ঘটিত অভ্যাসে ক্রমেং তাহাদিগের ঐ অসহ্যতা হইয়া উঠে, অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাবল্যতা অভ্যাসেই অধিক হয়, সুতরাং তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক অথচ সুখ দুঃখের অনুবোধক মন।

শিঃ। সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে বারাণসী পুরী পৃথিবীর অংশ নহে, তাহা শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত, তৎ স্পর্শ মাত্রেই জীব জন্ম জন্মান্তরীয় পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং ঐ স্থানে দেহ পতন হইলে তথায় বাস কালীন কৃত পাপের দণ্ড করিয়া, মহাদেব তারক মন্ত্র, অর্থাৎ তত্ত্বমসি মহাবাক্য, প্রদান করণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তি দেন। এ জন্য দিগ্দিগন্তরের মহাপাপিগণ স্বং পাপের দণ্ড এড়াইবার মানসে তথায় মরণাশয়ে গিয়া বসতি করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কহিয়াছেন যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, এস্থলে বারাণসীর এমত কি বিশেষ ক্ষমতা থাকা সম্ভবে, যে তথায় মরণ মাত্রই পুনরাবৃত্তির নিবারণ হইতে পারে? বিশেষতঃ ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে শিব নামে দিব্য দেহ ধারী কোন দেবতা নাই, জীবন্মুক্ত পুরুষই শিবাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এমত অবস্থায় মৃত্যুর পরে শিব যে মহামন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক জীবকে মুক্ত করেন, এতৎ উক্তি এক প্রকার প্রলাপ বাক্য বলা যাইতে পারে।

গুঃ। শাস্ত্রে অমূলক কোন কথা নাই, কেবল প্রবৃত্তির নিমিত্ত কোন২ স্থলে অর্থবাদ, এবং কোন২ স্থলে ব্যবহিত হেতুকে অব্যবহিত কারণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, অতএব উপরোক্ত বিধির মূলাভিপ্রায় কহিতেছি, অবধান কর।

অতি প্রাচীন কালে বারাণসী ক্ষেত্র মহর্ষি নিকরের তপোবন ছিল, অর্থাৎ বহু মুনি তথায় স্ব২ আশ্রম করিয়া যোগাভ্যাস, তপস্যা, এবং জ্ঞানালোচনা করিতেন। তাহার প্রমাণ অদ্য পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান আছে, যেহেতু এক্ষণেও তথায় বেদান্তের বিলক্ষণ অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে। বহুতর ভণ্ড তপস্বির মধ্যে অনেক যথার্থ সাধুলোকও বসতি করিতেছেন, এবং কর্দ্দমাদি ঋষি গণের আশ্রমের চিহ্নও প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বারাণসী শিবের কাশী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে,(৩) সুতরাং তথায় গমন করিলে সৎসঙ্গ, এবং সদ্গুরু লাভ হইয়া, তাহার ফল যে পাপ ক্ষয়, চিত্ত শুদ্ধি, এবং তত্ত্ব জ্ঞান, তাহা লব্ধ হইবার সম্ভাবনা।

তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হওয়ার পরেও অসৎসঙ্গ দোষে চিত্তের পুনঃ মালিন্য সম্ভবে, এ প্রযুক্ত তথায় ক্ষেত্র সংন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক, দেহ ত্যাগের নিতান্ত প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি পাইব, এই বিশ্বাসে, সংসার পরিত্যাগে তথায় বসতি করিয়া যে সকল লোক চিত্তশুদ্ধির ও জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়াবলম্বন না করিয়া অজ্ঞানাবস্থার কাল-কবল গ্রস্ত হয়, তাহাদিগেরও জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লা-

(৩) পূর্ব্বেতেই বলা হইয়াছে যে সিদ্ধপুরুষই শিব। ১২। ১৩। ২৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

ভের সম্ভাবনা আছে, কেননা মুক্তির প্রতি প্রযত্ন হইলেই, ক্রমে২ তাহার উপযোগিতা হইয়া থাকে(৪)।

এতাবতা কাশী বাস পাপক্ষয়ের এবং তথায় মৃত্যু মুক্তির পরম্পরা কারণ(৫) বটে, সুতরাং শাস্ত্রের কৌশল প্রসংশনীয় ব্যতীত নিন্দার্হ নহে।

অন্যান্য তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও উক্ত প্রকার স্তুতিবাদ জানিবে, অর্থাৎ তীর্থ গমনে; এবং তথায় স্নানাদিতে, কেবল পাপক্ষয়(৬) রূপ চিত্ত শুদ্ধির উপযোগিতা হয় মাত্র, ইহা তীর্থ যাত্রা বিধায়ক মহর্ষি বেদ-ব্যাসও ভাগবতে(৭) স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

শিঃ। কাশ্যাদিতে সাধুবর্গ আশ্রম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তত্তৎ স্থানে সতত ভক্ত দিগের সমাগম হয়, ইহাতেই ঐ সকল স্থল পুণ্য তীর্থ স্বরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু কতিপয় নদ নদীকে তদ্রূপ ব্যাখ্যা করার কারণ কি?

(৪) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪০। ৪১। ৪২ শ্লোক।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে এতদ্রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ২ অঙ্কের ৪১ এবং ৬ অঙ্কের ১৭ শ্লোকানুগত গদ্য দৃষ্টি কর।

(৬) পাপের নাশ যে ভোগে হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তীর্থযাত্রা করিলে পথের ক্লেশ, প্রবাসের নানা দুঃখ, এবং তীর্থবাসী পাণ্ডাদি বিবিধ লোকের দৌরাত্ম্য অতিশয় সহ্য করিতে হয়, এস্থলে তীর্থ গমনে পাপ ক্ষয় যে হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(৭) ১ স্কঃ ২ অঃ ১৬ শ্লোক।

গুঃ। ক্ষিত্যাদি তাবৎ ভূতই বাস্তবিক ব্রহ্ম(৮), কেবল অজ্ঞানান্ধ সাধারণ জন গণের বোধে তাহা প্রতীত হয় না, অতএব সেই জ্ঞান ক্রমে২ সাধনের নিমিত্ত, গঙ্গা নদীর ঈশ্বরত্ব এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য কতিপয় জল প্রবাহাদির মুক্তি দাতৃত্ব(৯) উক্ত হইয়া, তাহাতে স্নানাদি করিবার বিধান হইয়াছে। ঐ স্নানাদিও চিত্ত শুদ্ধির সাধন জানিবে, যেহেতু ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন নিষ্কাম কর্ম্ম করাযায়, তাহারই ঐ ফল।

শিঃ। অস্মদাদির বোধে শুচি বরং মনো মালিন্য বৃদ্ধিকর জ্ঞান হয়, এ স্থলে তাহা কি রূপে যোগাঙ্গ হইয়াছে।

গুঃ। সাধারণ বিবেচনায় শুচি মনো মালিন্যকরই বোধ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব দর্শিরা সারগ্রাহী, এপ্রযুক্ত তাহাকে যোগাঙ্গ স্বরূপে গণনা করিয়াছেন। তুমি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে, যে স্থূল দেহের সহিত

(৮) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" শ্রুতেঃ। অস্যার্থঃ।—এসমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, যেহেতু তাঁহা হইতে জন্ম, ও তাঁহাতেই স্থিতি, এবং লয় হয়।

(৯) "ঈশ সূত্র বিরাট্ বেধো বিষ্ণু রুদ্রেন্দ্র বহ্নয়ঃ। বিঘ্নভৈরব মৈরাল মারিকা যক্ষ রাক্ষসাঃ। বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা গবাশ্ব মৃগ পক্ষিণঃ। অশ্বত্থ বট চূতাদ্যা যবব্রীহি তৃণাদয়ঃ। জল পাষাণ মৃৎকাষ্ঠ বাস্য কুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বরাঃ সর্ব্বত্রৈবেতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ"। ১৩৪ ॥—ইতি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে।

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষি, অশ্বত্থ, বট, আম্র, যব, ধান্য, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী, এবং কুদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব হয়, ও পুজিত হইয়া শুভ ফল প্রদান করে। ১৩৪ ॥

মনের এতাধিক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়েই এক, ধর্ম্মাক্রান্ত, এবং বাস্তবিক তাহাই বটে, যেহেতু উভয়েই জড় পদার্থ, অতএব স্থূল দেহের অপবিত্রতায় মনের অশুচি, এবং তামসিক আহারে, তস্য তমোগুণের বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে স্থূল দেহের পবিত্রতায় মনের শুদ্ধি জন্মে, এবং সাত্বিক আহারে সত্ব গুণের প্রভাব হয়, সুতরাং চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধাচার এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি(১০) নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়।

শিঃ। ভাল মহাশয় বর্ণভেদে মুক্তির কি উপযোগিতা করে?

গুঃ। মুক্তি সাধনের পক্ষে বর্ণবিভেদ অনিবার্য্য জানিবে, যেহেতু জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাদি তাবতেরই জন্ম স্ব২ জাতিতে হয়, এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্২ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এপ্রযুক্ত একের ধর্ম্ম অন্যে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না, যথা "বানরের হস্তে খন্তা" এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সাত্বিক লোকের ঔরসে তামস, এবং রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির সাত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা। সাধারণ নিয়ম এই যে পিতা মাতার

(১০) ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে ১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, যথা "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং। সঙ্কল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ"।

অস্যার্থঃ।—স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত ক্রীড়া, ও তাহাদিগের দর্শন, উহাদিগের সহিত নির্জন স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন, এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে, ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হয়।

গুণই সন্তানে বর্ত্তে(১)। ব্রাহ্মণের জন্ম সত্ব গুণাধিক্যে, ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজো গুণের প্রাধান্যে হয়, শূদ্রের তমোগুণই প্রবল, আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে বৈশ্যের উৎপত্তি(২)। উহারা পৃথক২ শ্রেণী ভুক্ত না হইয়া, পরস্পরের

(১) ভাঃ ৬ স্কঃ ১ অঃ ৫১ শ্লোক।

(২) ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাসও এতদাভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যে মনুষ্যের গুণ ভেদ না হওন পর্য্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ লোক এক বর্ণ ছিল, "যথা এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ"। ৩৫॥

উক্ত পুরাশব্দে পূজ্য পাদ শ্রীধর স্বামী "সত্য যুগ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তৎপর শ্লোকে "ত্রেতা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় উক্ত ব্যাখ্যার অভ্রান্তত্ব প্রতিপন্ন করে, বিশেষতঃ অধম বর্ণজ লোক স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশে উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়, যথা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে, এবং বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

অন্যের কথা কি কহিব স্বয়ং বেদ-ব্যাস বর্ণশঙ্কর অথচ জারজ হইয়াও, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনি হইয়া ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় কুলে জারজ সন্তান উৎপত্তি করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাতে বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয় না যথা "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র, এবং দ্বিজ-বন্ধু বেদাধিকারী নহে, (তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে) ব্রাহ্মণের লক্ষণ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে এই লেখা আছে, যে "শমোদম স্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি রার্জ্জবং। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম লক্ষণং"।

অস্যার্থঃ।—শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, তিতিক্ষা, আর্জ্জব

মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর্ণশঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান উৎপত্তি এবং উচ্চবর্ণ নীচের অন্ন ভোজন করিলে আদ্যের উত্তম গুণের হ্রাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, যেমন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকের পাক কৃত বা পরিবেশিত অন্নাহারে সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ মনুও দশমাধ্যায়ের চতুঃষষ্টি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং। ক্ষেত্রিয়াজ্জাতমে বন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ"।

অস্যার্থঃ।—ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়। অতএব স্পষ্ট জানাযায় যে শুদ্ধ গুণের তারতম্যই বর্ণ বিভেদের মূল, এবং তাহা সাধারণ হিত ব্যতীত কেবল ব্রাহ্মণের উপকার নিমিত্ত হয় নাই।

শিঃ। যদি চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত জাতির ভেদ হইয়াছে, তবে তদুত্তর বর্ণ বিচারের প্রয়োজন কি?

(শরলতা) জ্ঞান, (আত্মা অনাত্মা বিবেচনা) দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব, (বিষ্ণুপরতত্ব) সত্যকথন, এই একাদশটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক যে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় সাধন বলে প্রস্তাবিত একাদশ গুণবিশিষ্ট হইতে পারেন, ব্রাহ্মণত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। যদ্যপিও সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চাতুর্বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহা রূপক বাক্য বিবেচনা করিতে হইবেক, কেননা প্রথমতঃ ব্রহ্মারই উৎপত্তি অলঙ্কারে হইয়াছে, তাহা ৪১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্ব জ্ঞান শাস্ত্রের মত, এবং যুক্তি যুক্ত বটে, অতএব বোধ হয় যে বেদ লোক সকলকে চতুর্বর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের গুণানুযায়ি বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, এপ্রযুক্ত ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে চাতুর্বর্ণোপত্তির কল্পনা হইয়াছে।

গুঃ। তাহার দুই প্রয়োজন আছে। প্রথম এই যে বিশুদ্ধচিত্ত জনে আহারাদির নিয়ম পরিত্যাগে যথেষ্টাচারী হইলে, মনের পুনর্ব্বার মালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, এবং দ্বিতীয় এই যে উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের অনুগামী সাধারণ লোকে হয়, অতএব যদি জ্ঞানি জন গণ জাতি বিচার পরিত্যাগ করেন, তবে কাহারও তদ্বিচার করা সম্ভব নহে, সুতরাং মূঢ় ব্যক্তি দিগের চিত্ত শুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে।

শিঃ। লোক সকলকে চতুরাশ্রমে বিভাগ করিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। সকলেরই প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি(৩) তাহা একেবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য, এনিমিত্ত আশ্রম রূপ সোপান চতুষ্টয় রচিত হইয়া, প্রত্যেকে সাধনোপযুক্ত বিশেষ২ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা হিংসা বিনা গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চ শূণায়(৪) প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ধ্বংশ করিতে হয়, তদতিরিক্ত ছাগাদি যে বড়২ পশু তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা স্বজন প্রতিপালন এবং অমাত্য বর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চ শূণা জনিত পাপক্ষয়ের জন্য, অতিথি সেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অতিথি সেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপো বিশেষের বিধি দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে "বায়ব্যং শ্বেতং ছগল মালভেত(৫)" "অগ্নী সোমীযং-

(৩) ভাঃ ৭ স্কঃ ১১ অঃ ২ শ্লোক।

(৪) চুলা, শিল লোড়া, খেঙ্গরা, ঢেঁকী এবং জলের কলসী।

(৫) অস্যার্থঃ।—বায়ু দেবতার সম্বন্ধে শুক্লবর্ণ ছাগল বধ কর্ত্তব্য।

পশুমালভেত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈধহিংসার বিধি প্রদত্ত হইয়া অন্যোন্য আশ্রমির পশুবধের প্রয়োজনাভাব হেতু “মাহিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি(৬)” ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থদিগকে দারপরিগ্রহের অনুমতি প্রদত্ত হইয়া অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গের নিষেধ হইয়াছে।

যদি বল গৃহস্থাশ্রমে এবম্প্রকার সুখজনক ব্যবস্থা থাকার স্থলে, তৎপরিত্যাগের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে ঐ আশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতো ভাবে চিত্ত শুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, অতএব তদাশ্রম সাধ্য সাধনা সম্পন্ন হইবা মাত্র আশ্রমান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে২ সাধনার উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ডি দিগের পক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত কোন এক স্থানে বসতি, নিজে অগ্নি স্পর্শ, এবং এক দিনে ভিক্ষার্থে তিন বাটীর অধিক গমন এবং তিন বারাধিক নারায়ণ নামোচ্চারণ রূপ ভিক্ষা সঙ্কেত করণের নিষেধ আছে, তাহার কারণ কেবল ত্বরায় আসক্তি দূরকরা ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। অতএব সাধনার উন্নত্যনুসারে আশ্রমান্তর গ্রহণের নিতান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

শিঃ। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞান বেদব্যতীত অন্যত্র নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি বেদাধ্যয়ন কিম্বা শ্রবণ করিবার অধিকারী নয়, ইহাতে শাস্ত্রের পক্ষপাত প্রতিপন্ন হয় কি না?

---

(৬) অস্যার্থঃ।—ভূত মাত্রেরই হিংসা করিবে না।

গুঃ। শাস্ত্রের কোন স্থলে পক্ষপাত এবং মুক্তি বাদে জাতি বিচার নাই, ভগবান বেদ-ব্যাস ভগবদ্গীতায়(৭) এবং ভাগবতে(৮) স্পষ্ট রূপে লিখিয়াছেন যে হীন কুলে জন্মে এমত যে অন্ত্যজাদি আর শাস্ত্রাভ্যাস বিরহে জ্ঞানহীন যে স্ত্রীলোক, বৈশ্য, ও শূদ্র তাহারাও পরমেশ্বরের উপাসনায় সদ্গতি পায় এবং চণ্ডালও হরিভক্ত হইলে যজ্ঞের যোগ্য হয়। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল-রাজ গুহের সহিত সখ্য এবং শবরীর নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া ছিলেন, এমত রামায়ণে প্রকাশ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী তত্ত্ব জ্ঞানাধিকারী নিরূপণে বর্ণের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া অজ্ঞান বোধনী নামক গ্রন্থে এই লিখিয়াছেন যে "তপোভিঃ ক্ষীণ পাপানাং শান্তানাং বীত রাগিনাং মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোয়মাত্ম বোধোবিধীয়তে"।

অস্যার্থঃ।—যে ব্যক্তির পাপ তপস্যার দ্বারা ক্ষীণ, ও যাহার মন শান্তি প্রাপ্ত এবং রাগ শূন্য হইয়াছে, এবং যাহার মুক্তীচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহারই প্রতি আত্ম বোধ বিহিত হয়।

মহাবাক্য রত্নাবলীর সাদ্ধ্যান্তিক বিধি বাক্যের মধ্যেও যতির কর্ত্তব্যতা বিষয়ে অন্যান্য উপদেশের মধ্যে লেখা আছে যে "আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বুদ্ধ্যা সুনিশ্চলং। দেহ জাত্যাদি সম্বন্ধান বর্ণাশ্রম সমন্বিতাম্। বেদ শাস্ত্র পুরাণানি পদ পাংশুমিব ত্যজেৎ।"

অস্যার্থঃ।—ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক সুনিষ্কল আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে

---

(৭) ৯ অধ্যায়ঃ ৩২ শ্লোক।

(৮) ৩ স্কঃ ৩৩ অঃ ৬ শ্লোক।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দেশে রাজ ব্যবস্থা ক্রমে প্রতি ব্যক্তিকে স্বং উপার্জ্জনের দশমাংশ ধর্ম্মোপদেশক বর্গের বেতনার্থে প্রদান করিতে হয়, অস্মদাদির মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা নাই, তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান হইয়াছে যে এক বর্ণে অন্যের বৃত্তিতে হস্ত ক্ষেপ না করে(১০) ও ব্রাহ্মণ সত্ত্বে যজ্ঞের হোত্রাদি কর্ম্মে অন্য বর্ণের অধিকারাভাব(১) এবং যজ্ঞের যে দ্রব্য সামগ্রী এবং দক্ষিণা তাহা ঐ হোত্রাদির প্রাপ্য, অতএব যে স্থলে এই বিধির উল্লঙ্ঘনে ধর্ম্ম লোপের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে তাহাতে প্রত্যবায় না হওয়ার বিষয় কি? সুতরাং বিত্ত্যর্থে শূদ্রাদি বেদোচ্চারণের অনধিকারি স্বীকার করিতে হইবেক।

তান্ত্রিক উপাসনা।

শিঃ। তন্ত্র শাস্ত্রের মতেই এক্ষণে তাবৎ উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্য্যাচারের বিধান হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চ মকার দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার উপদেশ আছে, ইহা কি রূপে সঙ্গত কহিতে পারেন?

গুঃ। ঐ পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতুক তুমি তাহা দূষ্য বিবেচনা করিয়াছ। বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগম সার, যাহাতে পঞ্চ মকারের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে যে "সোম ধারাক্ষরেদ্যাত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে। পীত্বানন্দমযস্তাংযঃ সএব মদ্য সাধকঃ। মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্‌রসন্‌প্রিয়ে। সদাযো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংস সাধকঃ। গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরত সদা তে মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্ত সএব মৎস্য সাধকঃ। সহস্রারে

(১০) ভগঃ গীঃ ৩ অঃ ৩৫ শ্লোকে।

(১) শ্রীরামপুর মুদ্রা যন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ স্মৃতির ২৮৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচযৎ। আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং। সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং। অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতং। যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে। মৈথুনং পরম তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারণং। মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং। রেফস্তু কুঙ্কুমা ভাসাঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃপ্রিয়ে। আকারো হংসমারুহ্য একতাচ যদাভবেৎ। তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং। আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারাম স্তদুচ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতং। অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং মৃত্যু কালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তবস্নেহাৎ প্রকাশিতং। মৈথুনং পরমংতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং। সর্ব্ব পূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং। ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্ব মন্ত্রং প্রসীদতি। আলিঙ্গনং ভবেন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং। আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্য মুপলেপনং। জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা। সর্ব্বথৈবত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে"।

অস্যার্থ।—হে বরাণনে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই মদ্য সাধক। হে রসন প্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী (অর্থাৎ বাক্য সংযমক যোগী) মাংস সাধক। গঙ্গা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক (অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিরন্তর গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস তন্নিরোধক যোগী) মৎস্য

সাধক। হে দেবেশি! সহস্রারে মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে আত্মা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁ-হার প্রভা কোটি সূর্য্যের তুল্য, এবং তিনি কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর, এবং মহাকুণ্ডলিনী যুক্ত, এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রা সাধক বলা যায়। মৈথুন পরম তত্ত্ব যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি, এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। রেফ কুঙ্কুম বর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহাযোনিঁ স্থিত। হে প্রিয়ে! আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একতা হয়েন, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। আত্মাতে রমণ করণ হেতু তাঁহাকে আত্মারাম বলা যায়। এবং তাঁহা হই-তে ব্রহ্মাণ্ড জন্মে, এনিমিত্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি। অতএব রাম নাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত। হে মহেশানি! মৃত্যু কালে "রাম" এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়। এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহে-তে প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরমতত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব্বপূজাময়, জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্ব মন্ত্র প্রসন্ন হয়। ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুম্বন, আবাহন শীতকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত; এ কথা সর্ব্বথা গোপন করিবে, যেহেতু তাহা আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক।

শিঃ। তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান ও মৎস্য মাংস আহার, এবং রমণী রমণ করণ পূর্ব্বক সাধনা করে, তাহা-দিগের গতি কি হওয়া সম্ভবে?

গুঃ। তাহাদিগের বুদ্ধির এবং ব্যবহারের পর, তাহা

নির্ভর করে, কেননা যদি তাহারা আপন অভীষ্ট দেবের তুষ্টি পঞ্চ মকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী বোধে শুদ্ধ তাহার প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া, আপনি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতিক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত দোষ রহিত হইয়া, ক্রমেং সত্ব গুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্ত শুদ্ধি হইয়া উঠে। কিন্তু যে সকল লোকে নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার, এবং রমণী সম্ভোগ করে, তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি হয়।

শিঃ। এরূপ ভয়ানক সাধনা যাহাতে ইষ্টানিষ্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিধান শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি?

গুঃ। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে গুণের গতিকে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এবং আরো বলি যে, যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবর্ত্ত করা বিফল, যেহেতু অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎসাহ হয় না। তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা পঞ্চ মকারের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এবিধায় তামসিক উপাসনাই তাহাদের পক্ষে বিধেয়। উহারা সাত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কর্ণে স্থান দেয় না। সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব এতদাচারও গৌণকল্পে মুক্তি সাধন জানিবে। যদ্রূপ কোন রোগীর তিক্ত রস বিশিষ্ট ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা হইলে, বিচক্ষণ

চিকিৎসক, রোগ বর্দ্ধক যে মিষ্টান্ন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ২ ঔষধ মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক ঐ ঔষধ যুক্ত মিষ্টান্ন আহার করাইয়া কালে তাহার রোগ শান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্বগুণোদয়ের বিরোধী যে পঞ্চ মকার তাহার সহিত ভগবত্যারাধনা রূপ ভব রোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্য ফল প্রাপ্তি হয়(২)।

শিঃ। তন্ত্র-কারেরা স্ব২ নাম গোপনে শিব নামে উক্ত শাস্ত্র করায় তাঁহাদের কপটতা প্রতিপন্ন হয়, এ স্থলে তাঁহারা যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। মূঢ় লোকে যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করে, তাদৃশ মানব বচনে করে না, এ জন্যে সর্ব্ব দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত আছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পার, অতএব ঐ প্রবৃত্তিজনক কৌশল হিতকারি বিধায়ে নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেননা কোন বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই, কেবল তদীয় বুদ্ধি যোগে তাবতের প্রকাশ হয়, এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বর, অতএব এমত কোন শাস্ত্র নাই যে তাহা ঈশ্বর প্রণীত বলা যাইতে না পারে। বাস্পাদির গুণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি

---

(২) তন্ত্রে যে গুরুকরণের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ একত্র বাসের উপদেশ আছে, তাহার হেতু কেবল পরস্পরের মনের বেগানুগম করণ ব্যতীত আর কিছু বোধ হয় না। অপর কৌলাচারেও কখন২ পুরশ্চরণ ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাচরণের যে বিধান আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয় যে তদ্দারা সাত্ত্বিকাচারের অভ্যাস হইয়া ক্রমে২ সাধকের নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় হইতে পারে।

পরমেশ্বর দত্ত, মানব ক্ষমতায় তাহার উৎপত্তি হয় নাই, ঐ গুণ এবং শক্তি যে পর্য্যন্ত মানব জ্ঞানের অগোচর ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিশেষ কোন ফল প্রাপ্তি হয় নাই, কিন্তু তদরগত হওনাবধি তৎ প্রয়োগে এবং অন্য বস্তুর সংযোগে নানা বিধ যন্ত্র রূপ অসাধারণ কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, তদ্রূপ বেদাদি তাবৎ শাস্ত্র পরমেশ্বর কৃতই জানিবে, তিনি সময়ে২ কোন২ সিদ্ধ পুরুষের দ্বারা তাহা প্রচার করিয়া, পুনরায় কাল ক্রমে তাহাকে লুপ্ত, এবং পুনরুত্থান করেন(৩)।

শিঃ। উপাসনার যে প্রণালী তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারও সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে কি না?

গুঃ। ঐ তন্ত্র শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ, কেননা হিন্দুশাস্ত্রে পুস্তক বিক্রয় নিষিদ্ধ(৪), বিশেষতঃ এক্ষণে ছাপা যন্ত্র ও কাপি রাইট্ আক্ট দ্বারা, গ্রন্থ প্রস্তুতে যে রূপ লভ্যের উপায় হইয়াছে; পূর্ব্ব কালে হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে তদ্রূপ ছিল না, এবিধায়ে কেহ কোন পুস্তক বিক্রয়ের ইচ্ছা করিলেও, তাহাতে ইষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থ লাভের নিমিত্ত কোন তন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অধিকন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাধিক আয়ুঃ সম্ভবে না, যে তিনি একক ঐ তাবৎ তন্ত্র প্রস্তুত করি-

(৩) ভগবান বেদ-ব্যাসও ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে এতদ্রূপ আভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে সত্য যুগে প্রণব রূপ একই বেদ, সকল লোক এক বর্ণ এবং এক অগ্নি ছিল। ত্রেতা যুগে পুরুরবা নামক রাজা হইতে বেদ বিভাগ এবং অগ্নির বিভাগ হইয়া যজ্ঞের উৎপত্তি হয়।

(৪) পঃ উত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়ঃ।

তে পারিতেন, এবং তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও তন্ত্র সকলে এতাধিক মতের অনৈক্যতা দৃষ্ট হইতেছে(৫) যে তাহা একের লেখনী উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ ক্রমেং লেখাও অসম্ভব, অতএব ঐ অসঙ্খ্য তন্ত্রকারেরা স্বং লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে, এরূপ অলাভ বাণিজ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপনারা সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্বং সাধনার প্রণালী প্রচার করাই বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হয়। ফলতঃ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে করিলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহার কোন সন্দেহ করিবে না।

শিঃ। মহাশয় কোন স্থলে পরমেশ্বর, এবং কোন স্থলে কেবল ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ইহার কারণ কি?

গুঃ। ভগবানকে ব্রহ্মত্ব উদ্দেশে পরমেশ্বর, এবং পরিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর, বলা গিয়া থাকে, তদনুসারে আমিও স্থল বিশেষে সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে বাচ্য করিয়াছি।

শিঃ। এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য দেহ হওয়ার প্রমাণ কি?

গুঃ। প্রাণী সকলের সুখ দুঃখের তারতম্যই তাহার প্রমাণ। দেখ, কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করত স্বচ্ছন্দ চিত্তে পরলোক গমন করে, কেহ বা সুদরিদ্রের গৃহে, এবং কেহ নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ ভোগ করে, এবং

---

(৫) কোন তন্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং কোন তন্ত্রে অশৌচ কালে এবং দ্বাদশ্যাদিতে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ এবং কোন তন্ত্রের মতে তাহা বৈধ হইয়াছে।

কোন২ লোক জীবনের নানাবস্থায় নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ২ সাতিশয় স্বাস্থ্যাবস্থায় দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, কাহাকেও চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হয়, কোন পশু বা পক্ষী স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট ভোগ করে, এ সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য ব্যতীত আর কি হওয়া সম্ভবে? কেননা এমত উক্তির পথ নাই, যে পরমেশ্বর একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি নিগ্রহ করেন, বিশেষতঃ সামুদ্রিক বিদ্যাকুশল ব্যক্তিরা করকোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের শুভাশুভ, জন্ম মরণ দিনাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে পারেন, যদি জীবের পূর্ব্ব দেহ স্বীকার না করা যায়, তবে করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে? অনন্তর ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, যে পরমেশ্বর পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার করেন না, এবং ভৌতিক দেহ ভিন্ন ঐ দণ্ডাদির ভোগ সম্ভবে না, ইহা বাইবেল এবং কোরাণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বরং কথিত উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জ্জন্ম ঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষকতা পাওয়া যায়; যেহেতু তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, যে মানব দেহের পতনান্তে আত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে সর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর সেই সকল আত্মা যে২ শরীরে ছিল, তাহা মৃত্তিকা বিবর অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে তদীয় দেহে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করত প্রতিফল প্রদান

করিবেন, ইহাতে পুনর্জ্জন্ম স্বীকারের ব্যভিচার কি আছে? কেননা ভৌতিক দেহ মৃত্তিকা মধ্যে থাকিলে কিছু কাল পরে তাহা যে মৃত্তিকাই হয় ইহার কোন সন্দেহ নাই, এবিধায় শেষ দিনে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত একং টি নূতন দেহ উৎপত্তির প্রয়োজন সহজেই সম্ভবে, এবং পুনর্জ্জন্মের তাৎপর্য্য পুনর্দেহ হওয়া ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং যদিও অস্মদাদির শাস্ত্রের সহিত ঐ ঐ শাস্ত্রের শব্দ গত ভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাৎপর্য্যের বৈলক্ষণ্যাভাব(৬)।

শিঃ। মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করার ফল কি?

গুঃ। শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃত ব্যক্তির এবং শ্রাদ্ধ কর্ত্তা উভয়েরই শুভাদৃষ্ট জন্মে, যেহেতু শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে দানাদি এবং ভোজ্য ভোজ হয়, তাহা মৃতের পুণ্যার্থে হওন হেতু ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত কর্ম্মে(৭) গিয়া ন্যস্ত হইয়া থাকে, কেননা মৃত্যুর দ্বারা কেবল জীবের এক প্রাচীন দেহ ভঙ্গ হইয়া অন্য নব্য কলে-

---

(৬) বাইবেলের এবং কোরাণের মত যে ভ্রান্তি মূলক, তাহা এক বালকের বুদ্ধিতেও উদিত হইতে পারে, যেহেতু ভৌতিক দেহ ব্যতীত আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকিলে বিচারের দিনে, দেহ সকলের পুনরুত্থানের অর্থাৎ পুনঃ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, এবং জাবজ্জীবনের পাপ পুণ্যের বিচার ও ভোগ এক দিনে হওয়াই বা কিরূপে সম্ভবে? অতএব বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে ঐং ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া মান্য করত হিন্দুশাস্ত্রের গ্লানি করেন ইহাই কেবল আশ্চর্য্য।

(৭) কর্ম্ম তিন প্রকার সঞ্চিত, প্রারব্ধ, এবং ক্রিয়মাণ। জীবের জন্ম জন্মান্তরে কৃত যত কর্ম্মপুঞ্জ তাহার মধ্যে কিয়ৎ সঙ্খ্যা মাত্রের ভোগার্থে একং দেহের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ সঙ্খ্যাকে প্রারব্ধ বলাযায়, অবশিষ্ট যাহা ন্যস্ত থাকে, তাহারই নাম সঞ্চিত কর্ম্ম, আর বর্ত্তমান দেহে কৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম ক্রিয়মাণ।

বর প্রাপ্তি হয়, সুতরাং সে যে কোন স্থলে যে কোন দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকুক তাহার পুণ্যার্থে যে কেহ দানাদি করে, তাহাতেই তাহার পুণ্য সম্ভবে। অপর পুত্রাদি বন্ধুবর্গ মৃতের ধনাধিকারী হইয়াও যদি সময়েং ঐ ধনের কিয়দংশ ধনি ব্যক্তির পুণ্যার্থে ব্যয় না করে, তবে তাহাকে অত্যন্ত কৃতঘ্ন বলা যাইতে পারে, বিশেষতঃ নির্ধন ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গতি থাকিলে যদি সে স্ব ধন ব্যয়ে মৃত পিতা মাতার পুণ্যানুসন্ধান না করে, তবে সেও কৃত্যঘ্নতাপরাধী বটে, কেননা সে পিতা মাতা হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাহার প্রত্যুপকার স্বীকার হেতু সুকৃতি জন্মে, এবং অকরণে তদ্বিরুদ্ধাচরণ জন্য প্রত্যব্যয় হয়(৮)।

তোমাকে সংক্ষেপে এক কথা বলি তাহা সতত মনে জাগরূক রাখিবে। অস্মদাদির শাস্ত্র-কারেরা নির্ব্বোধ অথবা কপট ছিলেন না, তাঁহারা যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা সকলই অস্মাদাদির হিতার্থে জানিবে, কেবল আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির অভাব জন্য ঐ সকল বিধির তাৎপর্য্য হটাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং প্রত্যেক বিধির কারণ দেওয়া দুঃসাধ্য, এ প্রযুক্ত তাঁহারা সর্ব্বত্রে হেতুবাদ প্রদান করেন নাই, কেবল কোনং স্থলে প্রস্তাবান্তরে কাহারং কারণ লিপিবদ্ধ করা দৃষ্ট হয়; তাহার দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দর্শাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

১। বিধিবাক্যের মধ্যে চতুর্থ মাসোত্তর গর্ভবতী স্ত্রীগমনে পাপ অর্শিবার কথা বলিয়া ঐ কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন,

(৮) শব্দকল্পদ্রুমে শ্রাদ্ধ শব্দার্থের মধ্যে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি বিবরণ লিখিত আছে।

কিন্তু পাপের হেতু তথায় কহেন নাই, তাহা ভবিষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে(৯) জীবের গর্ভ যন্ত্রণা দর্শাইবার ছলে এইরূপে লিখিত আছে, যে জীবের গর্ভ বাস কালে যোনি পীড়ন হইলে মস্তকে মুদ্গার প্রহার করার তুল্য যাতনা তাহার হয়, এমত অবস্থায় চতুর্থ মাসান্তে জীবের চৈতন্য হওয়ার পরে, গর্ভিনী নারী গমনে অত্যন্ত উৎকট পাপ হওয়ার প্রতি সন্দেহ কি আছে?।

২। মহর্ষিরা তিথি বিশেষে বিশেষ২ দ্রব্যাহারে ঐহিক অথবা পারত্রিক হানি দর্শাইয়া তত্তদ্দিনে সেই২ সামগ্রী ভক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন(১০) তাহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে চন্দ্রগতির সহিত পৃথিবীর দ্রব্য গুণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এজন্য তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষের গুণের বৈলক্ষণ্য জন্মে, এই নিমিত্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাশঙ্কা প্রদর্শিতা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভোজনে অর্থ হানি কিম্বা নবমীতে অলাবু ভোজনে গোমাংস ভক্ষণের

(৯) সঃ পূঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা।

(১০) প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মুলক, পঞ্চমীতে বিল্ল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাসকলাই, পৌর্ণমাসীতে মৎস্য, অমাবস্যাতে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, এবং কোন২ ঋষি পর্ব্বেতে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তিতে মাংস এবং স্ত্রী, তৈল, বর্জন করিয়াছেন। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে সর্ব্ব কালেই মৎস্যাহার করা দূষ্য কথিত আছে, তবে যে তিথি বিশেষে তাহার বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি মৎস্য পরিত্যাগে অশক্ত, তাহারা প্রস্তাবিত দিনে কোন মতে না খায়।

পাপ যে বাস্তবিক হয় এমত বিবেচনা করিও না, ঐ শাস-নোক্তি নিন্দার্থবাদ জানিবে। অপর কোন২ ঋষি রবি-বারে মসূর দালি, নিম্ব, মৎস্য, মাংস, মাসকলাই ভক্ষণের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই বোধ হয় যে উক্ত বাসরে ঐ সকল দ্রব্যের গুণান্তর হয়, তাহার এক প্রমাণ এই দেখ, যে অমাবস্যায় এবং পৌর্ণমাসীতে রসাল সামগ্রী আ-হারে শ্লেষ্মাধিক্য হওন প্রযুক্ত বাতাদি রোগ গ্রস্ত লোকে ঐ২ তিথিতে অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহা সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব যে দিনে যে সামগ্রী ভক্ষণে অনিষ্ট সম্ভবে, তদ্দিনে তদাহারে প্রবৃত্তি নিরাসার্থে কোন স্থলে ঐহিক, এবং কোন স্থলে পারত্রিক হানি রূপ দণ্ডের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। স্মৃতি শাস্ত্রে কতিপয় পর্ব্বাদি দিবসে স্বস্ত্রী গম-নেও নরক ভোগের ভয় প্রদর্শন করাইয়া তন্নিষেধ করিয়া-ছেন, এবং আয়ুর্ব্বেদে ঐ কর্ম্মে আয়ুঃক্ষয় হইবার কথা আছে, এতদুভয় স্থানে একই বিধান হওয়ায় তাহার হেতু এই বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে রেতঃ পাতে অবশ্যই আত্যান্তিক তেজোহানি, অথবা কোন বিশেষ পীড়া সম্ভবে, এবং শ্রাদ্ধাদি দিবসে যত্যাচারের কর্ত্ত-ব্যতা, এনিমিত্ত সেই২ দিনে স্ত্রীসঙ্গমে পাপ স্পর্শে, বিশেষতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের প্রাত্যহিক স্ত্রীসংসর্গ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে অতিশয় তেজো হানি প্রযুক্ত নানা রোগোৎ-পত্তির সম্ভাবনা, অধিকন্তু মধ্যে২ রতিক্রীড়া পরিত্যাগে শ্রয়ঃ-কল্প যে নিবৃত্তি তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং উক্ত নিষেধ সর্ব্বতোভাবে শুভকর বলা যাইতে পারে।

৪। কর্ম্মলোচন গ্রন্থে প্রাতঃস্নান ও গ্রহণ কালে এবং ব্রত ও শ্রাদ্ধ বাসরে, এবং দ্বাদশী তিথিতে তৈল মর্দ্দনে মদিরা লেপন তুল্য হওয়ার উক্তি আছে, ইহার কারণ এই বোধ হয়, যে-তৈল চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত কারী, যেহেতু রাজ-নির্ঘণ্ট গ্রন্থে তাহার যে সকল গুণ বর্ণিত আছে(১) তন্মধ্যে ত্বক্‌হিতকারিত্ব, রতিশক্তি বর্দ্ধনত্ব, মেধাগ্নি বলবর্দ্ধনত্ব, এবং বায়ু বিকার নাশকত্বও দৃষ্ট হয়, অতএব গৃহস্থ লোকে তৈলকে অত্যন্ত হিত কারি বোধে তদ্ব্যবহারে ব্যগ্র। তাহাদিগকে অল্পে২ নিবর্ত্ত করণার্থে ঋষিরা সময় বিশেষে তন্মর্দ্দন নিষেধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ প্রাতে শ্লেষ্মার কাল এবং তৈলের সহিত জলের একত্রতায় স্নিগ্ধত্বের অধিক বৃদ্ধি যে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রাতঃস্নান কারিদিগের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

৫। দুগ্ধের সহিত লবন মিশ্রিত করিয়া আহার নিষেধের কারণ, রাজবল্লভ নামক গ্রন্থের সংযোগ বিরুদ্ধ প্রকরণ দৃষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেহেতু তাহাতে যে সকল দ্রব্যের একত্রী করণে ভোজন করিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুগ্ধের এবং লবণের প্রসঙ্গ আছে, অতএব দুগ্ধের সহিত লবণের সংযোগে গোমাংস তুল্য হওয়ার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শিঃ। যদি পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই তবে তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহের উক্তি কি রূপে হইয়া থাকে?

গুঃ। বাস্তবিক পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই(২) তবে

---

(১) শব্দ কঃ ৩ কাঃ ১২৬৪ পৃষ্ঠা।

(২) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ ২৯ শ্লোক।

যে তাঁহার কৃপা এবং অকৃপার উল্লেখ হয়, তাহার হেতু এই যে তিনি করুণাময়, সর্ব্ব জীবে তাঁহার কৃপা সমান আছে, কেবল অস্মদাদির অসৎ কর্ম্মে তাহা আচ্ছাদিত থাকে, যদি কেহ সৎ কর্ম্ম জনিত নৈষ্ঠিকী ভক্তি দ্বারা ঐ আবরণ নষ্ট করিতে পারে, তবে তাঁহার কৃপার প্রকাশ হয় মাত্র। যেমন সূর্য্য এক স্থানে(৩) থাকিয়া, সর্ব্বদাই সম ভাবে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল লোকে সর্ব্ব কালে তাহা তুল্য রূপে প্রাপ্ত হয় না, পৃথিবীর গতি ও মেঘের আবরণ হেতুক একই সময়ে কোন দেশে অধিক ও কোন দেশে অল্প উত্তাপ হয়, এবং কোন প্রদেশে সূর্য্যের দর্শন মাত্র হয় না, তথাপি সূর্য্যের উদয়াস্ত আদি বলার ব্যবহার আছে, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম গতিকে ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হয়, এবং ঐ প্রত্যক্ষতাকেই তাঁহার অনুগ্রহ হওয়া বলা গিয়া থাকে।

সমাপ্তঃ।

(৩) সূর্য্য হস্ত পদাদি বিশিষ্ট দেবশরীরে রথারূঢ় হইয়া প্রত্যহ গমনাগমন করেন, এমত কথা পুরাণে লিখিত আছে, কিন্তু তাহা রূপক মাত্র, বাস্তবিক সূর্য্য যে তেজোময় গোলাকৃতি এক লোক মাত্র ইহা ৪ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীর মধ্যে প্রস্তাবাধীন লিখিত হইয়াছে, এবং সকলের চক্ষেই প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অধিকন্তু স্মৃতির জলাশয়োৎসর্গ তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শান্তিদীপিকার যে বচন ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও সূর্য্য বর্ত্তুলাকৃতি কথিত আছে, এবং তিনি যে একই স্থানে অবস্থিতি করেন তাহা ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথুদক স্বামী ধৃত আর্য্য ভট্টের বচনে প্রকাশ আছে, যথা " ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতি দৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাম"। অস্যার্থঃ। "নক্ষত্র মণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয় অস্ত হইতেছে"। (১৭৬৯ শকের আষাঢ় মাসের ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।)

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।
ইতস্তত	ইতস্ততঃ	১	৭
সংশয়চ্ছেদনার্থ	সংশয়চ্ছেদনার্থ	২	১১
ফলত	ফলতঃ	ঐ	২০
বা অরে	বারে	৫	১
স্বভাবত	স্বভাবতঃ	৬	৬
সত্বা	সত্তা	ঐ	৮
প্রভু	প্রভুঃ	১৭	২৪
সরস	সরস্	১৯	১৭
দৃঢ	দৃঢ়	২৩	১৫
যোতি	যতি	২৬	১৯
কোরাণ-কারেরাত্ত	কোরাণ-কারেরাও	ঐ	২১
প্রাণতত্ব	প্রাণতত্ত্ব	২৮	২২
বশত	বশতঃ	৩১	৯
বিশেষত	বিশেষতঃ	ঐ	১৩
পৌতুলিক	পৌত্তলিক	ঐ	১৯
ষড্	ষড়্	৪৮	১২
শংস্থাপন	সংস্থাপন	৫১	১৬
শম্ভবে	সম্ভবে	৫২	৫
প্রথমত	প্রথমতঃ	ঐ	২১
সারীরিক	শারীরিক	৫৩	১৩
ষড্	ষড়্	ঐ	২৩
পুনঃমালিন্য	পুনর্মালিন্য	৫৭	১৮
চতুর্দ্দশাধ্যায়ে	চতুর্দ্দশাধ্যায়ে	৬১	৬
ব্রাহ্মার	ব্রহ্মার	৬২	২০
চাতুর্বর্ণোপত্তির	চাতুর্বর্ণোৎপত্তির	ঐ	২৬

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
অগ্নী সোমীযং	অগ্নি সোমীয়ং	৬৩	২২
অন্যোন্য	অন্যান্য	৬৪	২
সাদ্ধ্যান্তিক	সাদ্ধান্তিক	৬৫	১৭
সমন্বিতাম্	সমন্বিতান্	ঐ	২০
দ্বিজবন্ধুনাং	দ্বিজবন্ধূনাং	৬৬	৪
দাস্যোপজীবি	দাস্যোপজীবিত্ব	ঐ	২৫
চতুষ্ঠয়ের	চতুষ্টয়ের	৬৭	১২
তদুল্লেখে	তদুল্লেখ	ঐ	১৭
চরত	চরতঃ	৬৮	২২
পরম	পরমং	৬৯	৪
ন্যাসং	ন্যাসং	ঐ	১৬
সত্ত্ব	সত্ত্ব	৭১	৭
সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক	ঐ	২১
সত্ত্ব	সত্ত্ব	৭২	৩
সাত্ত্বিকাচারের	সাত্ত্বিকাচারের	ঐ	২৫
আত্যান্তিক	অত্যান্তিক	৭৯	১৮